MIJAN
সাপ্তাহিক
মীযান

RNI Regd. No. 30196/1991

৪৮ বর্ষ ▸ ৩২-৩৩ সংখ্যা ▸ ২৩ মে ২০২১, রবিবার ▸ ৮ জৈষ্ঠ, ১৪২৮ ▸ ৯ শওয়াল, ১৪৪২ হিজরি ▸ মূল্য- ৫ টাকা ▸ Vol 48, Issue 32-33, 23 May 2021 ₹- 5.00

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতাদের যৌথ বিবৃতি

মিযান ডেস্কঃ এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক সংগঠনের নেতারা ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন জামাআতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি সৈয়দ সাদাত উল্লাহ হোসাইনী, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের অ্যাক্টিং জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মাহমুদ মাদানী, অল ইন্ডিয়া মিল্লি কাউন্সিলের ৬ মনজুর আলম, দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়াকফের মাওলানা সুফিয়ান কাসেমী এবং মাওলানা সাজ্জাদ নোমানী।

মুসলিম নেতারা বলেন, ফিলিস্তিনের আল আকসা মসজিদ, গাজা, জেরুজালেম এবং অন্যান্য জায়গায় ইসরাইলের নগ্ন ও বর্বরোচিত আক্রমণের এবং আগ্রাসনের আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ইহুদি বসতি নির্মাণের জন্য সন্ত্রাসবাদি কায়দায় সহিংসতায় কার্যকলাপ করল ইসরাইল। ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে এই আগ্রাসন করা হয়েছে।

শাইখ জারবা এলাকায় অন্যায় ও নিষ্ঠুর অভিযান চালানো হয়েছে। এতে বেসামরিক মানুষ, নারী শিশু ও বৃদ্ধরা মারা গেছেন অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন ব্যাপক হারে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। ইজরায়েলের এসব কার্যকলাপ আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

যেভাবে জেরুজালেমের আলআকসা মসজিদে আঘাত হানা হয়েছে, মসজিদের আশেপাশে আগুন ধরানো হয়েছে এবং নামাজিদের ওপর বর্বর আক্রমণ করা হয়েছে তাতে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানরা বেদনা অনুভব করেছেন।

আলআকসা মসজিদ হল মুসলমানদের কাছে তৃতীয় পবিত্র স্থান। মুসলমানদের সংবেদনশীলতা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

গাজায় বিমান হামলা জোর বার করে পরিস্থিতিকে আরো বিস্ফোরক করে তোলার কুচক্রী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জাতিসংঘের সিদ্ধান্তসমূহ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থানের বিরুদ্ধে এসব কুকর্ম করে চলেছে।

বিশ্ব সভ্যতা ও আন্তর্জাতিক সনদের বিরুদ্ধে ইজরায়েল সরাসরি কুকর্ম করে চলেছে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে।

করণা মহামারীর সময় ইজরায়েলের বর্বর ঘৃণ্য এবং অবৈধ সম্প্রসারণবাদী পরিচালনা মানবতার প্রতি জঘন্য অপরাধ স্বরূপ।

▸ এরপর তিনের পাতায়

ফিলিস্তিনিদের ওপর ইজরায়েলি হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের মুসলিম সংগঠনগুলির অনলাইন কনফারেন্স

মিযান ডেস্কঃ লাগাতার ভাবে ইজরাইলি সেনাবাহিনী আল আকসা মসজিদ ও ফিলিস্তিনের ওপর বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের মুসলিম সংগঠন গুলির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হলো আল কুদস কনফারেন্স। এই আল কুদস কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন ইমাম এ ঈদাইন কারী ফজলুর রহমান সাহেব। কনফারেন্সটি পরিচালনা করেন সাদাব মাসুম সাহেব।

এইদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনমাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, আমিরে হালকা, জামাআতে ইসলামি হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ। মাওলানা সফিক কাসেমি সাহেব, ইমাম নাখোদা মসজিদ, কলকাতা। মাওলানা সামসুদ্দিন কাসেমি সাহেব, সাধারন সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ। মুফতি আব্দুস সালাম সাহেব, সাধারন সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ। মাওলানা ওয়ালি রহমানি, সদস্য, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। মাওলানা মারুফ সালাফি সাহেব, সম্পাদক, জমিয়তে আহলে হাদিস, পশ্চিমবঙ্গ। এস.এ.রাইহান সাহেব, গবেষক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড মাওলানা এ.এফ.এম খালিদ সাহেব, সম্পাদক, জামাআতে ইসলামি হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ প্রমুখ। কনফারেন্সে বক্তারা বিশ্বের ন্যায়বাদী সকল রাষ্ট্রগুলিকে এই হিংস্র বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চারহওয়ার আবেদন জানান। জাতিসংঘের চুক্তি অনুসারে শত্রু প্রবন এবং বেআইনি ইজরাইলি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দ্রুতপদক্ষেপ নেওয়ার জন্য দাবি জানান। ইজরাইল এর ওপর চাপ প্রয়োগে এবং অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ করতে আহ্বান জানানো হয় কনফারেন্সে। গাজা ও ফিলিস্তিনের ওপর নির্যাতনের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাইলের সৈন্য ও শাসকের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করতে হবে এইদিন মত দেন নেতারা।

আল কুদস কনফারেন্সে মিল্লি নেতারা বলেন, ভারত সরকার সর্বদা উপনিবেশিক শক্তি ও সম্প্রসারণবাদের উচ্চাঙ্ক্ষা বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এসেছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের বিষয়ে পক্ষ অবলম্বন করে এসেছে। জাতিসংঘে ভারতের নিযুক্ত প্রতিনিধি টি. এস. ত্রিমূর্তি ফিলিস্তিনিদের ন্যায় সঙ্গত দাবীর পক্ষে সওয়াল করেছেন। ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলি নির্যাতনের অবসানে ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আশা বাদ ব্যাক্ত করা হয়।



ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় যশ



মিযান ডেস্কঃ সাগরে চোখ রাঙাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় যশ (ঋাত্বত্ত:ত্র্থখপ)। আজ পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উত্তর আন্দামান সাগরে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তারপর আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে। সম্ভবত আগামী বুধবার আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় যশ বা ইয়াস।

এদিকে, গত কয়েকদিন থেকেই গা জ্বালানি গরমে হিমশিম খাচ্ছেন বঙ্গবাসী। বৃষ্টির দেখা নেই। ভোর হতে না হতেই চড়া রোদে নাজেহাল অবস্থা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে রাজ্যে আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টি শুরু হবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৫ মে থেকে রাজ্যের উপকূলবর্তী জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হবে। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বাকি জেলাগুলিতেও বৃষ্টি হবে।

২৩ মে থেকে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরে ঘণ্টায় ৪৫৬৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হাওয়ার সর্বোচ্চ বেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৬৫ কিমি। ২৩ মে'পর থেকে হাওয়ার বেগ আরও বাড়তে থাকবে।

▸ এরপর তিনের পাতায়

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক মীযান এখন অনলাইনে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিটি ইস্যুতে পাঠক বা ভিউয়ারের সংখ্যা আশাপ্রদ। প্রতিটি অনলাইন ইস্যুতে আগ্রহী বিজ্ঞাপনদাতাগণ বিজ্ঞাপন হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমেল মারফতে পাঠাতে পারেন।

ই-মেইল ঃ
mizanweekly@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নং ঃ ৯৭৩২৯৯০৪০৩

মুর্শিদাবাদের একটি পুরানো হাটের কিসসা

ফারুক আব্দুল্লাহ

গ্রামীন বাজারকেই সাধারণত হাট বলা হয়। গ্রামীন অর্থনীতিতে হাটের গুরুত্ব অপরিসীম। হাটের ইতিহাস বহু পুরানো। কৃষকদের উৎপাদিত অতিরিক্ত শস্য বিক্রি করার জন্য গ্রামের একটি নিদৃষ্ট স্থানে নিদৃষ্ট দিনে ক্রেতা বিক্রেতার সমাবেশ হত। এই সমাবেশ থেকেই হাটের উৎপত্তি।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বহু ঐতিহ্যবাহী হাটের মধ্যে ইসলামপুর হাট অন্যতম। সরকারি নথী থেকে জানা যায় যে, ইসলামপুর হাটের সূচনা হয় ১৮৮০ সালে। ইসলামপুর হাট প্রথমে সপ্তাহে একদিনই বসত সোমবারে, পরবর্তীতে ১৯৭১ সাল থেকে ইসলামপুর হাট সপ্তাহে দুদিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার বসতে শুরু করে।

তবে ইসলামপুর হাট শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই ইসলামপুরের ‘চক’ নামক স্থানে হাট ছিল বলে কথিত রয়েছে ।এই চকের হাট বসত প্রতি বৃহস্পতিবারে।জনশ্রুতি রয়েছে যে, ১৭৪২ সালের বর্গি আক্রমনের ভয়ে তৎকালীন কাশিমবাজারের কিছু তাঁতি ইসলামপুরের ভৈরব নদীর তীরে একটি ফাঁকা স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। পরে সেই তাঁতিরাই এখনে একটি নতুন গ্রাম তৈরি করে সেখনে রেশমের বাজার গড়ে তোলে। এই নতুন গ্রামের নামকরণ হয় ‘চক’ নামে ।‘চক’ একটি ফার্সি শব্দ যার অর্থ বাজার ।তবে ঊনবিংশ শতকের আটের দশকে ইসলামপুর হাট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করলে চকের হাটের গুরুত্ব ও গৌরব অনেকাংশেই হ্রাস পেতে শুরু করে।

ইসলামপুর হাট সাধারণত শস্য এবং সব্জির হাট হিসেবেই পরিচিত ছিল। সেই মুঘল আমল থেকেই ইসলামপুর এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলগুলি ছিল কৃষিজ উৎপাদনের পক্ষে অন্যতম উর্বর ভূমি, ফলে এই অঞ্চলগুলি তৎকালীন সময়ের ভগবানগোলা বন্দরের পশ্চাদভূমি হিসেবে গন্য হত।অষ্টাদশঊনবিংশ শতকের দিকে ইসলামপুরের হড়হড়িয়া ছিল পান চাষের জন্য বিখ্যাত। সেই সময় এই অঞ্চলের পানের ব্যাপক চাহিদা ছিল সর্বত্র। ফলে ইসলামপুরে পানকে কেন্দ্র করেও ব্যবসা জমে ওঠে।ইসলামপুর হাট কৃষিজ শস্যর জন্য বিখ্যাত হলেও, হাটে অনান্য নিত্যপ্রয়জনীয় দ্রব্যর পসরাও বসত নিয়মিত। যা হাটকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

ষাটসত্তরের দশকে ইসলামপুরে নিত্য প্রয়জনীয় দোকানপাটের সংখ্যা ছিল খুব কম। এমন কি দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় তরিতরকারির দোকানপাটও ইসলামপুরে তেমন ছিলনা বললেই চলে। ফলে সপ্তাহের এই দুদিনের হাটই ছিল এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের ভরসা । তৎকালীন সময়ে প্রত্যেক হাটে তরিতরকারী শাকসব্জী ছাড়াও বহু দোকানদার আসতেন বিভিন্ন দ্রব্যের পসরা নিয়ে । যেমন,নতুনপুরাতন কাপড়ের দোকান, হাড়িকড়ায় হাতাখুন্তি, দাকুড়োল, ডালিকুলো, বাঁশের তৈরী বিভন্ন দ্রব্য প্রভৃতি। অন্যদিক কুম্ভকাররা মাটির তৈরী হাড়ি কুড়ি নিয়ে বসত। গ্রামের কৃষকরা নিয়ে আসত চাল, গম, ডাল ও মাটির হাড়িতে করে টাটকা গুড় ।মৎস্যজীবীরা আনত পাশের ভৈরব নদীর টাটকা মাছ। হাটেরই এক পাশে মাংস ব্যাবসায়ী বসত। এছাড়া কর্মকার বসত তার হাপর নিয়ে, ছুরি কাচিতে শান দেয়ার দোকান বসত। বসত ঝুরি,জিলিপি ঝালবড়ার দোকানও। চুল কাটতে বসত নাপিত।বহরমপুর থেকে আসত হাতুড়ে ডেন্টাল সার্জেন। তার কাছে পড়ত দাঁত তোলাবার লম্বা লাইন। সাধারন গ্রামীন কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পন্য গরু গাড়িতে করে আবার কেউ মাথায় করে নিয়ে হাজির হত হাটে।তৎকালীন সময়ে এই হাটই ইসলামপুর অঞ্চলের গ্রাম্য জনজীবনে প্রানের করত।

বর্তমানে ইসলামপুর তার গ্রাম্য রুপটি হারিয়ে ক্রমশ শহরের রুপ ধারন করছে। গড়ে উঠেছে নিত্য প্রয়জনীয় দ্রব্য সামগ্রীর প্রচুর দোকানপাট। ফলে হাট তার পূর্ব গৌরব এবং প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই হারিয়েছে। পূর্বে যেখানে হাটে ১০ থেকে ১২ হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটত, বর্তমানে সেই সংখ্যাটি কমে প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ক্রেতার অভাবে হাটে বিক্রির পরিমান কমে যাওয়ায় বিক্রেতাদের সংখ্যাও অনেকটাই কমেগেছে। ক্রেতাবিক্রেতার অভাবে হাটের পরিধিও অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে এখন। এছাড়া যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতির ফলে কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত ফসল,ফলমূল,সব্জী ইসলামপুর হাটে না এনে সরাসরি অন্য জেলায় তথা অন্য রাজ্যে খুব সহজেই পাঠিয়ে দিচ্ছে। এতে তাদের লাভের পরিমাণ যেমন বাড়ছে অন্যদিকে পরিশ্রমও কিছুটা কমেছে।এই সমস্ত নানান করণের জন্যই ঐতিহ্যবাহী ইসলামপুর হাট তার কৌলিন্য হারিয়ে অবলুপ্তির প্রহর গুনছে।



ফিলিস্তিনে ভ্রমণ নিয়ে শায়েখ মুহাম্মদ হবলস্ এর স্মৃতিচারণ

বিশেষ প্রতিবেদন

ফিলিস্তিনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা জর্ডান যাই। সেখান থেকে বাসে করে আমরা সামনে যেতে শুরু করি। সীমান্তের কাছাকাছি গেলেই ইসরায়েলের পতাকা দেখতে পাবেন। অনেক উঁচুতে উড়ছে। এটা দেখেই আপনার হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাবে।

তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি টের পাবেন। কিছুটা ভয়, কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা হতাশা। যেহেতু আমি অস্ট্রেলিয়ান, তাই আমার অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্ট লাগবে।

যখন আপনি প্রথমবারের মত ইসরায়েলিদের দেখবেন। হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। মনে হবে শরীরে যেন বিষক্রিয়া শুরু হয়ে গেলো। তাদের কাছে গেলে তারা হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাবেনা। নিজেকে একজন নির্বাসিত ব্যাক্তি ভাবতে ওরা আপনাকে বাধ্য করবে।

বর্ডারে পৌঁছালে ওরা আপনাকে বাস থেকে নামিয়ে দিবে। এবং ভিতরে গিয়ে আপনাকে এক জায়গায় বসে থাকতে হবে। ৩ ঘন্টা, ৪ ঘন্টা, ৫,৬,৭,৮ ঘন্টা। এত সময় পরেও আপনাকে প্রশ্ন করা হবেনা। আপনি ফিলিস্তিনে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক, কিন্তু আপনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রাখবে।

বসে থাকার সময় দেখবেন একজন ফিলিস্তিনের নাগরিক যাকে আমরা চাচা বা হাজী বলে সম্বোধন করি, ৭০-৭৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ মানুষ। আর ১৭-১৮ বছর হবে এমন বয়সী ইসরায়েলী নারী সেনা সেই বৃদ্ধ লোকটির সাথে কথা বলছে।

এমনভাবে অর্ডার দিচ্ছে মনে হচ্ছে বৃদ্ধ লোকটি কোনো জন্তু জানোয়ার। মনে হয় লোকটি কোনো মানুষই নয়, যেন জন্তু জানোয়ার। সেই ইসরায়েলী নারীটি কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে বৃদ্ধ লোকটিকে অর্ডার দিচ্ছে।

আর আপনি কষ্টটা অনুভব করতে পারবেন। আর সেখানে দাঁতে দাঁত চেপে আপনাকে এটা সহ্য করতে হবে। এই লোকটি ফিলিস্তিনের অধিবাসী। এই ফিলিস্তিনি লোকটি যেখানে সম্মান পাওয়ার কথা সেখানে ১৮ বছরের একটি মেয়ে অর্ডার দিচ্ছে।

যাইহোক সেখানে বসে থাকার পর আপনাকে ডাকা হবে। সেখানে নারীর উপস্থিতি কাকতালীয় নয়, সে আপনাকে ডাকলে আপনি তার সাথে ভিতরে গিয়ে অন্য রুমে বসতে হবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি কে? কেন ইসরায়েলে এসেছো? তোমার এখানে কাজ কি? হজ্ব শেষে বাড়ি না গিয়ে কেন এখানে এসেছো? এভাবে প্রশ্ন করতেই থাকবে আধা ঘন্টা ধরে। আবার চলে যাবে। দুই তিন ঘন্টা পর আবার এসে আবার প্রশ্ন করবে। এরপর আপনাকে আরেক যায়গায় পাঠাবে। সেখানে ১,২ ঘন্টা বসে থাকার পর আবার আপনাকে একই প্রশ্ন করবে। এভাবে চলতে থাকবে। এরপর আপনার ফিলিস্তিনে যাওয়ার ইচ্ছে মরে যাবে। এবার তারা যেতে দিবে।

আপনি ইসরায়েলে প্রবেশ করলেই তাদের শোষণ টের পাবেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মাইলের পর মাইল কনক্রিটের উঁচু দেয়াল দেখতে পাবেন। মাইলের পর মাইল কংক্রিটের দেয়ালগুলো ফিলিস্তিনিদের আলাদা করে রেখেছে। শহরের ভেতরের দেয়ালগুলোতে এমনভাবে গ্রাফিতি আঁকা হয়েছে যেন সব নরমাল মনে হয়।

এরপর যখন আপনি মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করতে যাবেন। দেখবেন ইসরায়েলী সেনারা চারদিকে ঘিরে আছে। তার কাছে আপনার পাসপোর্ট আইডি সব দেখাতে হবে। এক ইসরায়েলী সেনা যার কাছে অটোমেটিক অস্ত্র রয়েছে তাকে বলতে হবে আমি কেন আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করতে চাই।

যাই হোক এগুলার পর মসজিদে প্রবেশ করবেন। ভেতরে গিয়ে মনে হবে মসজিদের দেয়ালগুলো যেন কাঁদছে। সেখানে কোনো যুবক নেই। কারন সেখানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। ভেতরে আপনি গ্লাসের তৈরি স্ট্রান্ড দেখতে পাবেন যেখানে বোমা, গোলাবারুদ ইত্যাদি রাখা আছে। যেগুলো বিভিন্ন সময়ে এই মসজিদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। বোমার গায়ে লেখা Made in USA.

ইশার নামাজের পর ভাববেন যে আরো একটু ইবাদত করি। কিন্তু তা অসম্ভব কারন তারা মসজিদে তালা লাগিয়ে দিবে। রাত সাড়ে নয়টার মধ্যে আপনাকে বের হয়ে যেতে হবে। কিন্তু ইসরায়েলিরাই সবশেষে মসজিদ পরিদর্শন করবে। তারা কি মসজিদকে সম্মান করে খালি পায়ে প্রবেশ করবে? না মোটেই না।

আর সবকিছু আপনার সামনে ঘটলেও আপনি কিছু বলতে পারবেন না। ফিলিস্তিনিদের যদি আপনি প্রশ্ন করেন মুসলিমরা কোথায়? এখানে এত কম মুসলিম কেন?

তারা বলবে, মসজিদে আসতে গেলে কমপক্ষে পাঁচবার আইডি কার্ড আর পাসপোর্ট দেখাতে হয়। একজন স্থানীয় লোকের মসজিদে প্রবেশ করতে ৫ বার আইডি, পাসপোর্ট দেখাতে হয়। আর যদি সে পাসপোর্ট আনতে ভুলে যায় তার ক্ষতি হতে পারে। তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেয়া হতে পারে।

৭ কি.মি যেতে তাদের দুইবার থামতে হয়। গাড়ি থেকে নেমে দুইবার আইডি দেখাতে হয়। স্ত্রী সাথে থাকলে তাকেও নামতে হয়। পুরো গাড়ি সার্চ করে তারা। প্রতিদিন এটা চলতে থাকে। আর কাউকে যদি সেই পথে ২৪ বার সেই পথে চলতে হয় তাকেও সেই একই পরিচিত গার্ড আগের মত চেক করে। এমন সময় আপনার কেমন লাগবে? এত বাজে ব্যাপার।

তো আমরা হাইওয়ে দিয়ে চলতে চলতে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি দেখছিলাম। আর হঠাৎ এমন কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখছিলাম যেগুলো সেখানে থাকার কথা ছিলোনা।

দেখলাম ঝোপের মাঝে একটা কন্টেইনার পড়ে আছে। জানেন সেগুলো কেন আছে? ফিলিস্তিনের জমিতে কোনো এক ইসরায়েলী তার কন্টেইনার রেখে দিয়েছে।

সে এসে এখানে বসে থাকে। কিছু করে না। এভাবে মাস, বছর দেখে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। যখন কোনো ফিলিস্তিনি আর প্রশ্ন করেনা এই কন্টেইনার সম্পর্কে, তখন সেই ইসরায়েলী এখানে বাড়ি তৈরি করে। সে জমি তার হয়ে গেল! সব যায়গায় এমন ছোট ছোট কন্টেইনার দেখতে পাবেন।

সময় শেষ। আরো কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করি, যখন আমরা মসজিদে খলিলে প্রবেশ করি যেখানে ইবরাহিম (আ) কে কবরস্থ করা হয়। আমি বাড়িয়ে বলছিনা। ইতিহাস ঘেটে দেখেন মসজিদে খলিল মুসলিমদের অধিকারে ছিল।

১৯৯৪ সালে যখন মুসলিমরা এখানে ফজরের সালাত আদায় করছিলো এক ইহুদি ডাক্তার সেখানে গিয়ে সিজদারত মুসলিমদের গুলিবর্ষণ করে। ৩০ জনকে হত্যা করে ১২৫ জনকে আহত করে।

এরপর কি হয়েছিলো জানেন? ইসরায়েলীরা মসজিদটি বন্ধ করে দেয় এবং তদন্ত শুরু করে দেয়। সেই তদন্ত শেষে তারা মসজিদের অর্ধেক দখলে নিয়ে ইহুদি উপাসনাগার বানায়। আর সেই অমানুষ (ডাক্তার) তাকে কি বলবো আমি জানিনা, তার কবরটি মন্দিরে পরিণত হয়। এবং কট্টর ইহুদিরা সেখানে গিয়ে তার কবরের কাছে প্রার্থনা করে। তাকে হিরো বলে।

ওয়াল্লাহি, আপনি ফিলিস্তিনে গিয়ে দেখবেন যা টিভিতে দেখেন তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর কসম সেখানকার অত্যাচার একজন মুসলমি এর চোখের দিকে তাকালে দেখতে পারবেন। তাদের চোখ দেখলে বুঝতে পারবেন তারা অন্য মুসলিম ভাইদের আশা করে আছে। সময় কম তাই আরো অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারলাম না।

ইসরায়েলীরা চায় আপনি ফিলস্তিনকে ভুলে যান। এটাই সত্যি। তারা টাকা, ট্যুরিজম কিছুই চায় না। তারা চায় আপনি(মুসলিম) আর ফিলিস্তিনিরা যাতে ধ্বংস হয়ে যায়। যখন সেই জায়গার নাম মুসলিমদের হৃদয় থেকে মুছে যাবে তখন তারা সার্থক। কখনো ভেবে দেখেছেন আমরা ফিলিস্তিন সম্পর্কে এত কম জানি কেন?

মসজিদ আল কুদসের ইমামের একটা অনুরোধ পেশ করে শেষ করছি। তিনি আমাকে বলেন, দয়া করে ফিরে যান। আর মুসলিম যুবকদের বলেন তারা যেন এখানে আসে। এবং তারা বুঝতে পারবে ফিলিস্তিনে যা ঘটছে তা পুরোপুরি বাস্তব।

মাওলানা উসমান মনসুরপুরীর ইন্তেকালে জামাআতের শোক বার্তা

মিযান ডেস্কঃ জামাআতে ইসলামী হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ সাদাত উল্লাহ হোসাইনী মাওলানা উসমান মনসুরপুরীর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মরহুমের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। তাঁর সন্তান, দারুল উলুম দেওবন্দ ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতি সমব্যথী হওয়ার অনুভূতি প্রকাশ করে তাদের উদ্দেশ্যে শোক বার্তা জ্ঞাপন করেছেন। আমীরে জামায়াত বলেন, উসমান মনসুরপুরীর মৃত্যুতে উম্মাহ একটা বড় দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ল। মনসুরপুরীর কৃতিত্ব ও সেবার বিস্তৃতি অতুলনীয়।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসেবে তিনি দেশ ও মুসলিম উম্মাহর সেবায় আত্ম নিয়োজিত ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দে হাদিস বিজ্ঞানের উপর



শিক্ষকতা তিনি করেছেন। ইমাম মালিকের মুয়াত্তা এবং মিশকাত শরীফের দারস ক্লাসে দিতেন। ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে মাওলানা মনসুরপুরী লৌহ সম ছিলেন।

আমীরে জামায়াত সাদাত উল্লাহ হোসাইন বলেন, তাঁর সঙ্গে গত দু'বছর ধরে নানা বিষয়ে অনেক মিটিং করেছেন। বিভিন্ন ইস্যুতে বিবৃতি দিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গে সহমত হয়েই তা করেছেন। লকডাউনের সময় অনলাইন মিটিং তাঁর সঙ্গে হয়েছে। মরহুমের চরিত্রের মধ্যে সরলতা বিরাজমান ছিল। আত্মমর্যাদাবোধ, ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও আধুনিক বিষয়ে জ্ঞান তার মধ্যে প্রশংসনীয় ভাবে লক্ষ্য করা গেছে। মুসলিম উম্মাহর প্রতি দরদ ভরা মন ছিল। সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মানসিকতা ছিল মাওলানা উসমান মনসুরপরীর মধ্যে। এটি সকলের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁকে মাগফেরাত দান করুন। তাঁর খেদমতকে কবুল করুন। দারুল উলুম ও মুসলিম জাতির জন্য তাঁর ব্যক্তিত্বের মতো বিকল্প ব্যক্তিত্ব দান করুন। মরহুমের পরিবারকে উত্তম ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক আল্লাহ দান করুন।



ফিলিস্তিন বাসীদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে মানববন্ধন শিবপুরে অনুষ্ঠিত হয়।

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় যশ

▶ প্রথম পাতার পর...

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উত্তাল হতে পারে সমুদ্র। ২৩ মে থেকে সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যাঁরা মাঝ সমুদ্রে রয়েছেন, তাঁদের ২৩ তারিখ সকালের মধ্যে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, গত বছর আমফানের তাণ্ডবে তছনছ হয়েছিল বাংলার একাংশ। এবার ঘূর্ণিঝড় যশ মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে প্রশাসন।

জানা যাচ্ছে, এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম রেখেছে ওমান। এই ঝড়ের নাম যশ বা ইয়াস। যার মানে হল দুখ। পারসি ভাষা থেকে এই শব্দটি এসেছে। ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, শ্রীলঙ্কাসহ ১৩টি দেশ নিয়ে গঠিত কমিটি এই নাম ঠিক করেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, যে মহাসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়, তার অববাহিকায় থাকা দেশগুলি নামকরণ করে। পৃথিবীতে মোট ১১টি সংস্থা ঝড়ের নাম ঠিক করে। ওয়ার্ল্ড মেটেরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন ও ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কমিশন ফর এশিয়ার সদস্য দেশগুলি ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ শুরু করে। যশের পর আরও যে ঘূর্ণিঝড়ের নাম ঠিক করা হয়েছে, সেগুলি হল গুলাব, সাহিন, জাওয়াদ, অশনি, সীতরাং, মানদৌস, মোচা।

ফাঁসির ঘাট সেতু নিমাণ নিয়ে ফের দাবি তুললেন ফাঁসি ঘাট সেতু নির্মাণ কমিটি

মিযান ডেস্কঃ কুচবিহারের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। সদ্য বিধানসভা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা ক্ষেত্রে তারা সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নির্বাচনে জয়লাভ করে সড়ক সেতু তৈরি করে দেবেন। ভোট গণনা শেষে দেখা যায় এই বিধানসভার ক্ষেত্রে জয়লাভ করে বিজেপি প্রার্থী নিখিল রঞ্জন দে। বিজেপির পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের সময় এসে বর্তমান বিরোধী দলের দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী চান্দামারী গ্রাম পঞ্চায়েতে জোর গলায় বলে গেছিল যে তাদের প্রার্থী জিতলে ফাঁসিরঘাটে সেতু তৈরি হবে। তৃণমূলের তরফে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনিও নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর মিডিয়াকে বলেছিল আমার কথা ছিল ভোটে জিতলে ফাঁসিরঘাটে সেতু তৈরি করার, আমি যদিও নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারিনি তবুও এখানে সড়ক সেতু তৈরি হবে কারণ আমাদের সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে ওখানে সড়ক সেতু তৈরির প্রয়োজনীয়তা বোঝাবো অবশ্যই তিনি ওখানে সড়ক সেতু তৈরি করে দেবেন।

ফাঁসির ঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি আশা করে এবার এখানে একটি সড়ক সেতু তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। কারণ নির্বাচনের সবাই সড়ক সেতু তৈরি করে দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ ছিল। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা ক্ষেত্রের জয়ী প্রার্থী ও রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন জনগণের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে এখানে একটি সড়ক সেতু তৈরি করার মাধ্যমে কোচবিহার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা নতুন মাত্রা নিয়ে আসবে, সেইসঙ্গে কোচবিহার জেলায় উন্নতির জন্য সেতুবন্ধনের মাধ্যমে উন্নয়নের জোয়ার নিয়ে আসবে।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে মুসলিম নেতাদের যৌথ বিবৃতি

▶ প্রথম পাতার পর...

দাবি, ১. ইজরায়েলের আক্রমনকে বন্ধ করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কে নিতে হবে। শুধু শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে থাকলে চলবে না।

২. ইজরায়েলের বর্বর ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালত মানবাধিকার সংগঠন সমূহ এনজিও ন্যায় পন্থী সকল রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। ইজরায়েলের ওপর বিশ্বব্যাপী চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

৩. ওআইসি, মুসলিম এবং আরব রাষ্ট্র গুলিকে কার্যকর পন্থা গ্রহণ করতে হবে, শুধু বিবৃতি দিলে চলবে না। ফিলিস্তিনিরা যাতে নির্যাতনের আর শিকার না হন তার জন্য প্রভাব খাটাতে হবে।

৪. দীর্ঘকালের গৃহীত বৈদেশিক নীতি এবং প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থান অনুসারে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থন দিয়ে যেতে হবে ইজরায়েল যাতে নির্যাতন চালায় তার জন্য কূটনৈতিক চাপ ভারত সরকারকে প্রয়োগ করতে হবে।

৫. আমরা ফিলিস্তিন বাসীদের প্রতি একতা প্রকাশ করছি। তাদের সাহসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষ হতে। তাদের বিজয় ও দৃঢ় সংকল্পের জন্য প্রার্থনা করছি।

৬. ইজরায়েলের বর্বরোচিত হামলা এবং আলআকসা মসজিদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সকল ইমাম ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

প্যালেটাইন ও ইজরাইল বিষয়ক কিছু অজানা তথ্য

▶ ৯ পাতার পর...

ইজরায়েলের শর্ত মেনে না নেয়ায় গাযা উপত্যকাকে ইজরায়েল চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। গাযার দুইদিকে ইজরায়েল, একদিকে মিশর আরেকদিকে সমুদ্র। তাদের উপর ইজরায়েল ল্যান্ড, এয়ার এন্ড সী ব্লক দিয়ে রেখেছে। গাযা উপত্যকাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জেল খানা। মিশর সীমান্তে আব্দেল ফাত্তাহ আল সিসি দেয়াল তুলে দিয়েছে। ফিলিস্তিনীদের চলাচলের জন্য মাটির নীচে সুড়ঙ্গ ছিল, সেগুলো সে বন্ধ করে দিয়েছে। মুহাম্মদ মুরসী ক্ষমতায় আসার পর যখন মিশর সীমান্ত ফিলিস্তিনীদের জন্য খুলে দেয়, তখন ইজরায়েল মুরসীকে সবচেয়ে বড় থ্রেট হিসেবে নেয়। ইজরায়েল, সৌদি ও আমিরাত জোট মুরসীকে হটিয়ে সিসিকে ক্ষমতায় আনে। সে সময়ে সিসিকে সবার আগে অভিনন্দন জানায় সৌদি আরব। যদিও ইজরায়েলের উদ্দেশ্য আর তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, লক্ষ্য ছিল একই। কপাল পুড়ে ফিলিস্তিনীদের।

এরপর থেকেই ফিলিস্তীনের জন্য সেই সীমান্ত বন্ধ হয়ে যায়। সুড়ঙ্গ পথ ব্যবহারের জন্য মিশর সীমান্তে যে ঘরবাড়ি গুলো ছিল, বুলডোজার দিয়ে সেসব বাড়ীও ভেঙে দেয় মিশর। হামাস শাসিত গাযায় শিক্ষার হার ৯১। ইজরায়েলী হামলায় ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে সবার আগে তারা স্কুল গুলোকে ঠিক করে। তাদের একটা আন্তর্জাতিক মানের ইউনিভার্সিটি আছে। গাযায় একটা বিমানবন্দর ছিল, গাযা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট নামে, যা ইজরায়েল ধ্বংস করে দেয়। পুরো ফিলিস্তিনে আর কোনো এয়ারপোর্ট নেই।

ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসের সাথে ইজরায়েলের ফুল স্কেলে দুইবার যুদ্ধ হয়। এতে ইজরায়েলী আর্মীর ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে।

২০১৪ সালের যুদ্ধে ইজরায়েলী সেনাদের ব্যাপক প্রাণহানি ঘটলে ইজরায়েল পিছু হটে। জুলাইয়ের ৮ তারিখ থেকে আগস্টের ২৬ তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী এই যুদ্ধে প্রায় ১শ ইজরায়েলী সেনা নিহত হয়, অপরদিকে দুই হাজার ফিলিস্তিনী শহীদ হয়।

কিন্তু ইজরায়েলের জন্য এটাও ছিল বিশাল ধাক্কা।

গাযা উপত্যকায় খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় অষুধ সহ চোরাই পথে আনতে হয়। ইরান চোরাইপথে অস্ত্র আর কাতার টাকা দেয়। এর বাইরে তুরস্ক সমুদ্র সীমা আর ইজরায়েলী সীমা ব্যবহার করে জাহাজভর্তি খাবার, অষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য গাযায় পৌঁছে দেয়। একবার তুরস্কের একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছিল ইজরায়েল।

সৌদি আরব সহ অন্যান্য আরবদেশ গুলো তাদের দানের একটা বড় অংশ ফিলিস্তিনে পাঠায়। তবে সেটা গাযায় নয় বরং পশ্চিমতীরে যায়।

ইজরায়েল হামাসকে বার বার বলছে তোমরা যদি আমাদের শর্ত মেনে নাও, সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করো, অস্ত্র সমর্পণ করো, নিরস্ত্র হও তাহলে তোমাদের অবরোধ আমরা তুলে নেব। তোমরা যেখানে চাও যেতে পারবে। আমাদের এখানে চাকরী করতে পারবে। যা কিনতে চাও, তা কিনতে পারবে। মাহমুদ আব্বাসের পিএলও পশ্চিমতীরে এই শর্ত মেনে নিলেও ইসমাইল হানিয়া আর খালিদ মিশালের গাযা উপত্যকার হামাস সেটা মেনে নেয়নি। যার কারণে তারা অবরুদ্ধ।

এই কারণে পশ্চিমতীরের ফিলিস্তিনীরা ইজরায়েলের দিকে ঢিল আর পাথর ছুঁড়লেও গাযা উপত্যকার ফিলিস্তিনীরা অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে, ইজরায়েলের দিকে মিসাইল ছুঁড়ে। যদিও ইজরায়েলী অত্যাধুনিক ডিফেন্স সিস্টেম আইরন ডোম ফিলিস্তিনীদের এই মিসাইল আকাশে থাকতেই ধ্বংস করে। তবে এইবার ইজরায়েলের আইরন ডোম হামাসের মিসাইল গুলো সব আটকে দিতে সক্ষম হয়নি। অনেক গুলো মিসাইল ইজরায়েলের নানা শহরের রাস্তা এবং ভবনে আঘাত হেনেছে। এতে ইজরায়েল সহ তার মিত্ররা বেশ অবাক হয়েছে।

যদিও এ ব্যাপারে ইসমাইল হানিয়ে গত বছর বলেছিলেন। আইরন ডোম কতটা আঘাত ঠেকাতে সক্ষম সেটা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে।

কারণ হামাসের মিসাইল গুলো কোনো অত্যাধুনিক মিসাইল নয়। এগুলো তারা পাইপ এবং অন্যান্য পরিত্যক্ত জিনিসপত্র থেকে বানায়। এই হ্যান্ডমেইড রকেট গুলো আঘাত হানার পর আইরন ডোম কতটা সেফ সেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

প্রায় চার বিলিয়ন ডলার বার্ষিক সামরিক সহায়তা, বিলিয়ন ডলারের শিক্ষা এবং রিসার্চের ইনভেস্টমেন্ট, প্রায় ভিসা ফ্রী ট্রাভেল, নামী ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, হখউরোপের একনিষ্ঠ সাপোর্ট এত কিছু পাওয়া ইজরায়েলের সাথে অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনের তুলনা করার সময় আপনারা যারা ইজরায়েল জ্ঞান বিজ্ঞানে কত এগিয়েছে অথচ ফিলিস্তিন জ্ঞান বিজ্ঞানে আগায় নাই কেন? বলেন, আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ।

সম্পাদকীয়..

মীযান

৪৮ বর্ষ ॥ ৩২-৩৩ সংখ্যা ॥ ২৩ মে ২০২১ ॥ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮

ফিলিস্তিন সমস্যা বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর সমস্যা

ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণে শতাধিক নিরীহ মানুষের প্রাণ গেছে। এক হাজারের মতো মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। নিহত ও আহতদের মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যা কম নয়। রমজানের একেবারে শেষের দিকে এই বর্বর ও জঘন্য এবং মানবতা অবমাননাকর আক্রমণ করেছে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল। ইজরাইল একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র। সন্ত্রাসবাদের মধ্য দিয়েই এই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। খ্রিষ্টান দুনিয়ার মদদে ইজরাইল ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী রাষ্ট্র কায়েম করতে সমর্থ হয়। ইংল্যান্ড ছিল এর মধ্যমণি। বর্তমানে আমেরিকার প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট সহযোগিতায় ইজরাইল ফিলিস্তিনের উপর সর্বাত্মক নির্যাতন চালাতে সক্ষম হচ্ছে। মূলত রথসচাইল্ড ও রকফেলার ইহুদি পরিবার ইহুদিবাদী রাষ্ট্র কায়েম করতে সমর্থ হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বের সকল দেশ থেকে ইহুদিদের জড়ো করে ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম করা। তাতে সফল হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী বিশৃংখলার মধ্যে ১৯৪৮ সালে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহুদিবাদীদের পরি কল্পনায় দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয় বলে অনেক বিশেষজ্ঞদের মত রয়েছে। বহু পূর্ব থেকে ফ্রীম্যাসন ও ইলুমিনাতির সদস্যরা এই পরিকল্পনা রচনা করে বলে অনেকের মত। ইহুদিরা তুরস্কের খলিফা হামিদকে বহু উপঢৌকন দিয়ে ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য ফিলিস্তিনে জমি দিতে অনুরোধ করে। তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহুদিরা হাল ছেড়ে না দিয়ে তুরস্কের উসমানিয়া খেলাফতকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত তুরস্ক সাম্রাজ্য পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনে ইহুদিরা রাষ্ট্র কায়েমের লালিত স্বপ্ন অনেকাংশে সফল হতে উত্তরোত্তর এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়। বিশ্ব মোড়লদের পরিকল্পনায় জাতিসংঘ মারফত ইহুদি রাষ্ট্র গঠন হয়ে যায়। মুসলিম দুনিয়া এটাকে মেনে নিতে পারেনি।

ইংল্যান্ডের বিদেশ মন্ত্রী বালফোর উনিশ শতকের প্রথমদিকে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র কায়েমের ঘোষণা দেন। এই বালফোর ডিক্লারেশন এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনের বুকে ছুরিকাবৎ ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনে জমিজমা কিনতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে সন্ত্রাসী কায়দায় সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করে। হাগানাহ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো ফিলিস্তিনে বোমা বিস্ফোরণ একের পর এক করতে থাকে। শুরু হয় মুসলিমদের উচ্ছেদ। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরবরা হেরে যায়। পশ্চিম তীর, গাজা ও গোলান হাইট দখল হয়ে যায়। আনোয়ার সাদাতের সঙ্গে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি হওয়ার পর মিশরকে ছেড়ে দেয় গোলান হাইট। কিন্তু আগামী দিনে এসব ছাড় পাবে না। ইহুদিবাদীদের লক্ষ্য হলো পুরো মধ্যপ্রাচ্য দখল করা। একে গ্রেটার ইজরাইল বলে নাম দিয়েছে। মক্কামদিনা পর্যন্ত তাদের ম্যাপে আছে।

যাহোক, আলআকসা মসজিদের নিয়ন্ত্রণ ইসরাইলি সেনাদের হাতে রয়েছে। জেরুজালেম দখল এর মধ্যে আছে। এটি মুসলমানদের কাছে পবিত্র ভূমি। আলআকসা মসজিদ মুসলমানদের কাছে পবিত্র মসজিদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদ থেকে মেরাজে গিয়েছিলেন। এই মসজিদে তিনি মেরাজে যাবার আগে সমস্ত নবী রাসূলদের সঙ্গে নামাজ পড়েছেন এবং তাদের ইমামতি করেছেন। গ্রেটার ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জায়নিস্টদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধানো জরুরি হয়ে পড়বে। দাজ্জালের ফিতনা তখন চূড়ান্ত রূপ নেবে। আরমাগেডন বা মহাবিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। একে হাদীস বিশারদগণ মালহামাতুল কুবরা বলে আখ্যায়িত করছেন। ইমাম মেহেদির আগমন হবে । ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। দাজ্জালের ফেতনার নির্মূল হবে। ইহুদিরা পুরোপুরিই পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। সেটা কবে হবে আল্লাহই জানেন। সেই দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকা সঠিক হবে না। বিশ্ব মুসলিমকে এক হতে হবে। রাজনৈতিক কূটনৈতিক লড়াই চালাতে হবে। সৌদি আরব বাহারাইন কুয়েত ও আরব আমিরাত এবং মিশর চুপ রয়েছে কেন। রমজান মাসে যে নির্মম হত্যা লীলা নেতানিয়াহু সরকার চালাল তাতে এই সরকারগুলো চুপ থেকে বিশ্ব মুসলিমদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহারটাই না করছে। কিন্তু এরা জানে না একদিন এদের ওপরেও আক্রমণ আসবে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছে এই দেশগুলির শাসকরা।

যাহোক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা প্রতিবাদ করছেন। ন্যায়বাদী রাষ্ট্রগুলো মুখ খুলছে। শান্তিপ্রিয় মানুষেরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। আমেরিকাতেও প্রতিবাদ হচ্ছে। ভারত সরকারের ভূমিকা এই হত্যালীলায় প্রশংসনীয় জাতিসংঘে ভারতের নিযুক্ত প্রতিনিধি টি এস ত্রিমূর্তি ন্যায়ের পক্ষে কথা বলেছেন। ভারত সরকার যেন পূর্বের মতোই ফিলিস্তিনের ব্যাপারে ইনসাফের পক্ষাবলম্বন করে ভারতের মুসলমানরা সে আশা রাখছে। ফিলিস্তিনের সমস্যা ফিলিস্তিনিদের শুধু নয়। পবিত্র ভূমি জেরুজালেম ও বাইতুল মুকাদ্দাসকে রক্ষার জন্য এবং ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য বিশ্ব মুসলিম উম্মাহকে এক হতে হবে।

হে মানুষ ! ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে অনুতপ্ত হও, ক্ষমা প্রার্থনা করো !

আবদুস শহীদ নাসিম



এমন বহু ঐতিহাসিক দৃষটান্ত রয়েছে, গণ পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কারণে মহান আল্লাহ্ বহু জনপদবাসীকে কঠিন আযাব ও শাস্তি দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

যেমন নুহ আ. এর জাতি, হুদ আ. এর জাতি, সালেহ আ. এর জাতি, শুয়াইব আ. এর জাতি, লুত আ. এর জাতি।

কিন্তু দয়াময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শেষ জামানার মানুষের জন্যে দুটি নিরাপত্তা গ্যারেন্টি দেয়া হয়েছে। ঐ দুটি নিরাপত্তা গ্যারেন্টি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আল্লাহ্ পাক উম্মতে মুহাম্মদিকে সমূলে ধ্বংস করবেন না। সে দুটি নিরাপত্তা গ্যারেন্টি কী?

০১. আল্লাহ্‌র রসুলের জীবদ্দশা

হে নবী! আল্লাহ্ ত এমন নন যে, তুমি তাদের মধ্যে বর্তমান থাকবে আর তিনি তাদের আযাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন! (আল কুরআন, সুরা ৮ আল আনফাল, আয়াত ৩৩)

কিন্তু এই নিরাপত্তা গ্যারেন্টিটি আল্লাহ্ পাক উঠিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ রসুলুল্লাহর ইনতেকালের পর এই গ্যারেন্টিটি আর বর্তমান নেই।

০২. দ্বিতীয় গ্যারেন্টি হল্লো ইস্তেগফার (সীমালঙ্ঘন ও পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা)

আর আল্লাহ্ এমনও নন যে, তারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর তিনি তাদের আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

(আল কুরআন, সুরা ৮ আল আনফাল আয়াত ৩৩)

সুতরাং হে মানুষ! অনুতপ্ত হও এবং তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়াবান।

কোভিড-১৯ রোধে ঘোষিত লকডাউনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জামাআতের

মিযান ডেস্কঃ করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধে রাজ্য সরকার জরুরি পরিষেবার বিভাগ ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কার্যত লকডাউন ঘোষণা করেছে। লকডাউন এর কারণে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবি মানুষ, দিন আনে দিন খায়, চাল চুলাহীন ফুটপাতবাসি, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত মানুষদের অবস্থা সব চেয়ে দুর্বিসহ রূপ পরিগ্রহ করেছে । এই অবস্থায় এদের পাশে সর্বাত্মক ভাবে দাঁড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব।



মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব এক বিবৃতিতে জানান, প্রশাসন ও গণ বন্টন ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে অসহায়, গরিব ও দুস্থদের কাছে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোন ভাবেই কেউ যাতে অভুক্ত অবস্থায় না থাকেন। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি মত দুয়ারে রেশনের ব্যবস্থা চালু করার আহ্বান জানাচ্ছে জামাআতে ইসলামী হিন্দ ।

মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব আরো বলেন, স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে ফুটপাথ বাসি, একান্তভাবেই নিঃস্ব ও অসহায় মানুষদের জন্য বিনামূল্যে পর্যাপ্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত ধর্মীয়, সামাজিক সংগঠন ও বেসরকারি সংস্থা ইতিমধ্যেই এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাঁদের পাশে সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে রাজ্য সরকারের দাঁড়ানো জরুরি বলে মনে করে জামাআত ।

মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব আরো বলেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি দীর্ঘ একবছরেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান গুলি বন্ধ থাকার ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক যুবতী কাজ হারিয়েছেন। এই সমস্ত শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে মাসিক ভাতার দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ যেমন স্বীকৃতি পাবে অন্য দিকে তাঁদেরকে Covid Warier Volunteer হিসাবেও কাজে লাগাতে পারে রাজ্য সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা কাজ হারিয়েছেন তাঁদেরও ন্যূনতম জীবন ধারণের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব দাবি জানান, দ্রুততার সাথে রাজ্যবাসীকে ভাকসিন প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অক্সিজেনের সংকট মোকাবিলায় সমস্ত ধরনের পরিকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। সরকারি হাসপাতালে বেড এর সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন করোনা হাসপাতাল গড়ে তোলা এই সময় খুবই জরুরি। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ বা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে করোনা সেফ হোম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চায়েত বা পৌরসভাকে এই সমস্ত ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে কাজে নামাতে হবে। স্বাস্থ্যসেবায় কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনকে সক্রিয় থাকতে হবে। নাগরিকরা যাতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা জরুরি।

করোনা মহামারী রোধে ও মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য Covid-19 Volunteers গ্রুপ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জামাআতের রাজ্য সভাপতি আব্দুর রফিক সাহেব। এ বিষয়ে জামাআতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সরকারকে সব ধরনেরসহযোগিতা প্রদান করবে ইনশাআল্লাহ।



কুরআন থেকে



... আর আমি লূত কে পাঠাই[৫০] যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললো, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছো যা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি

তোমাদের অবস্থা কি এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তোমরা পুরুষদের কাছে যাচ্ছো,[৫১] রাহাজানি করছো এবং নিজেদের মজলিসে খারাপ কাজ করছো?[৫২] তারপর তার সম্প্রদায়ের কাছে এ ছাড়া আর কোন জবাব ছিল না যে, তারা বললো, "নিয়ে এসো আল্লাহর আযাব যদি তুমি সত্যবাদী হও"

লূত বললো, " হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো"

আর যখন আমার প্রেরিতগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে পৌঁছলো,[৫৩] তারা তাকে বললো, " আমরা এ জনপদের লোকদেরকে ধ্বংস করে দেবো,[৫৪] এর অধিবাসীরা বড়ই জালেম হয়ে গেছে"

ইবরাহীম বললো, " সেখানে তো লূত আছে।"[৫৫] তারা বললো, "আমরা ভালোভাবেই জানি সেখানে কে কে আছে, আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো তার স্ত্রীকে ছাড়া; " সে ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৫৬]

তারপর যখন আমার প্রেরিতগণ লূতের কাছে পৌঁছলো তাদের আগমনে সে অত্যন্ত বিব্রত ও সংকুচিত হৃদয় হয়ে পড়লো।[৫৭] তারা বললো, " ভয় করো না এবং দুঃখও করো না।[৫৮] আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো, তোমার স্ত্রীকে ছাড়া , সে পেছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আল আনকাবূত ঃ ২৮-৩৩ আয়াত)

টীকা ঃ ৫০ . তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য দেখুন সূরা আল আখরাফ ১০; হূদ ৭; আল হিজর ৪-৫; আল আম্বিয়া ৫; আশ শুখআরা ৯; আন নামল৪; আস সাফ্ফাত ৪ ও আল কামার ২ রুকু।

৫১ . অর্থাৎ তাদের সাথে যৌন কর্মে লিপ্ত হচ্ছো, যেমন সূরা আখরাফে বলা হয়েছেঃ

তোমরা যৌন কামনা পূর্ণ করার জন্য মহিলাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের কাছে গিয়ে থাকো।

৫২ . অর্থাৎ এ অশ্লীল কাজটি লুকিয়ে চাপিয়েও করো না বরং প্রকাশ্যে নিজেদের মজলিসে পরস্পরের সামনে বসে করে থাকো। একথাটিই সূরা আন নামলে এভাবে বলা হয়েছেঃ

ক্ষ্মতোমরা কি এমনই বিগড়ে গিয়েছো যে, প্রকাশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষেই অশ্লীল কাজ করে থাকো

৫৩ . সূরা হূদ ও সূরা হিজরে এর যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, লূতের জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য যেসব ফেরেশতাকে পাঠানো হয়েছিল তারা প্রথমে হযরত ইবরাহীমের কাছে হাজির হন এবং তাকে হযরত ইসহাকের এবং তার পর হযরত ইয়াকূবের জন্মেও সুসংবাদ দেন তারপর বলেন, লূতের জাতিকে ধ্বংস করার জন্য আমাদের পাঠানো হয়েছে।

৫৪ . এ জনপদ বলে লূত জাতির সমগ্র এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) এ সময় ফিলিস্তিনের জাবরুন (বর্তমান আল খলীল) শহরে থাকতেন। এ শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরে মরুসাগরে (Dead Sea) অংশ রয়েছে। সেখানে পূর্বে বাস করতো লূত জাতির লোকেরা এবং বর্তমানে এ সমগ্র এলাকা রয়েছে সাগরের পানির তলায়। এ এলাকাটি নিম্নভূমির দিকে অবস্থিত এবং জাবরুনের উঁচু উঁচু পর্বতগুলো থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। তাই ফেরেশতারা সেদিকে ইঙ্গিত করে হযরত ইবরাহীমকে বলেন, আমরা এ জনপদটি ধ্বংস করে দেবো। (দেখুন সূরা আশ শুখআরাঃ ১১৪ টীকা)

৫৫ . সূরা হূদে এ কাহিনীর প্রারম্ভিক অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে মানুষের আকৃতিতে দেখে ভয় পেয়ে যান। কারণ এ আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন কোন ভয়াবহ অভিযানের পূর্বাভাস দেয়। তারপর যখন তারা তাকে সুসংবাদ দান করেন এবং তার ভীতি দূর হয়ে যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, লূতের জাতি হচ্ছে এ অভিযানের লক্ষ। তাই সে জাতির জন্য তিনি করুণার আবেদন জানাতে থাকেনঃ

কিন্তু তার এ আবেদন গৃহীত হয়নি এবং বলা হয় এ ব্যাপারে এখন আর কিছু বলো না। তোমার রবের ফায়সালা হয়ে গেছে এ আযাবকে এখন আর ফেরানো যাবে না।

এ জবাবের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বুঝতে পারেন লূত জাতির জন্য আর কোন অবকাশের আশা নেই তখনই তার মনে জাগে হযরত লূতের চিন্তা। তিনি যা বলেন তা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন ক্ষ্মসেখানে তো লূত রয়েছে।ক্ষ্ম অর্থাৎ এ আযাব যদি লূতের উপস্থিতিতে নাযিল হয় তাহলে তিনি ও তার পরিবারবর্গ তা থেকে কেমন করে নিরাপদ থাকবেন।

৫৬ . এ মহিলা সম্পর্কে সূরা তাহরীমের ১০ আয়াতে বলা হয়েছেঃ হযরত লূতের এই স্ত্রী তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। এ জন্য তার ব্যাপারে এ ফায়সালা করা হয় যে, একজন নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে আযাবের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে।

সম্ভবত হিজরাত করার পর হযরত লূত জর্দান এলাকায় বসতি স্থাপন করে থাকবেন এবং তখনই তিনি এ জাতির মধ্যে বিয়ে করে থাকবেন। কিন্তু তার সাহচর্যে জীবনের একটি বিরাট অংশ পার করে দেবার পরও এ মহিলা ঈমান আনেনি এবং তার সকল সহানুভূতি ও আকর্ষণ নিজের জাতির ওপরই কেন্দ্রীভূত থাকে। যেহেতু আল্লাহর কাছে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কেও কোন গুরুত্ব নেই, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা হয় তার ঈমান ও চরিত্রের ভিত্তিতে , তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় তার কোন লাভ হয়নি। তার পরিণাম তার স্বামীর অনুরূপ হয়নি বরং যে জাতির ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করে রেখেছিল তার অনুরূপ হয়।

৫৭ . এ বিব্রতবোধ ও সংকুচিত হৃদয় হবার কারণ এই ছিল যে, ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর ও সুঠাম দেহের অধিকারী রূপ ধরে এসেছিলেন। হযরত লূত নিজের জাতির চারিত্রিক ও নৈতিক প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাদের আসা মাত্রই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এ জন্য যে, তিনি যদি এ মেহমানদেরকে অবস্থান করতে দেন তাহলে ঐ ব্যভিচারী জাতির হাত থেকে তাদেরকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে আর যদি অবস্থান করতে না দেন তাহলে সেটা হবে বড়ই অভদ্র আচরণ। তাছাড়া এ আশংকাও আছে, তিনি যদি এ মুসাফিরদেরকে আশ্রয় না দেন তাহলে অন্য কোথাও তাদের রাত কাটাতে হবে এবং এর অর্থ হবে যেন তিনি নিজেই তাদেরকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দিলেন। এর পরের ঘটনা আর এখানে বর্ণনা করা হয়নি। সূরা হূদ ও কামারে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এ কিশোরদের আগমন সংবাদ শুনে শহরের বহু লোক হযরত লূতের গৃহে এসে ভীড় জমালো। তারা ব্যভিচার কর্মে লিপ্ত হবার উদ্দেশ্যে মেহমানদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্য চাপ দিতে লাগলো।

৫৮ . অর্থাৎ আমাদের ব্যাপারে। এরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ও করো না এবং এদের হাত থেকে কিভাবে আমাদের বাঁচাবে সে চিন্তাও করো না। এ সময়ই ফেরেশতারা হযরত লূতের কাছে এ রহস্য ফাঁস করেন যে, তারা মানুষ নন বরং ফেরেশতা এবং এ জাতির ওপর আযাব নাযিল করার জন্য তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। সূরা হূদে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে, লোকেরা যখন একনাগাড়ে লূতের গৃহে প্রবেশ করে চলছিল এবং তিনি অনুভব করছিলেন এখন আর কোন ক্রমেই নিজের মেহমানদেরকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না তখন তিনি পেরেশান হয়ে চিৎকার করে বলেনঃ

হায়! আমার যদি শক্তি থাকতো তোমাদের সোজা করে দেবার অথবা কোন শক্তিশালী সহায়তা আমি লাভ করতে পারতাম।

এ সময় ফেরেশতারা বলেনঃ

হে লূত !আমরা তোমার রবের প্রেরিত ফেরেশতা। এরা কখ্খনো তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

হাদীস থেকে...

৫০. আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তাঁর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেনঃ 'ঈমান হল, আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকগণের প্রতি, (কিয়ামতের দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসলাম কী?' তিনি বললেনঃ 'ইসলাম হল, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরজ যাকাত আদায় করবেন এবং রমাযান-এর সিয়ামব্রত পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেনঃ 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর 'ইবাদাত করবেন যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিয়ামত কবে?' তিনি বললেনঃ 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী



অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছিঃ বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে। (কিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না।' অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেনঃ 'কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই নিকট......।' (সূরাহ্ লুক্বমান ৩১/৩৪)

এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেনঃ 'তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন।' তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, 'ইনি জিবরীল (আ)। লোকদেরকে তাদের দ্বীন শেখাতে এসেছিলেন।'

আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (রহ.) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (৪৭৭৭; মুসলিম ১/১ হাঃ ৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৮)

৫১. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবূ সুফইয়ান ইবনু হারব আমার নিকট বর্ণনা করেন, হিরাক্লিয়াস তাঁকে বলেছিল, আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তারা (ঈমানদারগণ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ তাঁর দ্বীন গ্রহণ করার পর তা অপছন্দ করে মুরতাদ হয়ে যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছ, 'না।' প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ অন্তঃস্বরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপছন্দ করে না। (৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৯)

৫২. নু'মান ইবনু বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর।



মুসলিম জাহান



ইজরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনের ক্ষয় ক্ষতির পরিসংখ্যান

মিযান ডেস্কঃ টানা ১১ দিনের আগ্রাসনের পর অবরুদ্ধ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজা নিয়ন্ত্রণকারী স্বাধীনতাকামী সংগঠনের সাথে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে ইসরাইল। শুক্রবার সকাল থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। যুদ্ধের এই অবসরে উভয় পক্ষই সময় পেয়েছে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান পর্যালোচনার।

যুদ্ধবিরতির পর থেকে গাজায় নতুন করে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে। টানা ইসরাইলি বিমান হামলায় পরে থাকা ধ্বংসস্তুপ থেকে হতাহতদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছেন উদ্ধারকর্মীরা।

শুক্রবার গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত বিবৃতি অনুসারে, ইসরাইলের সাথে যুদ্ধবিরতিতে উদ্ধার অভিযানে নতুন হতাহতদের উদ্ধারের পর নিহতের সংখ্যা বেড়ে দুই শ’ ৪৮ জনে দাঁড়িয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৬৬ শিশু ও ৩৯ নারী রয়েছেন। অপরদিকে গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে আরো এক হাজার নয় শ’ ৪৮ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়। এর মধ্যে ৫৬০ জনই শিশু। অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ইসরাইলি আগ্রাসনে গাজায় আহতের সংখ্যাকে আরো বেশি উল্লেখ করেছে। সংস্থাটির মতে, অন্তত আট হাজার ছয় শ’ ফিলিস্তিনি ইসরাইলি হামলায় আহত হয়েছেন। অপরদিকে, গাজায় আগ্রাসনের প্রতিবাদে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ দমনে ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর হামলায় আরো ২৫ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

অপরদিকে ইসরাইল ভূখণ্ডে রকেট হামলায় এক সৈন্য ও দুই শিশুসহ মোট ১২ জনের প্রাণহানী ঘটেছে। এছাড়া হামলায় আরো সাত শ’ ৯৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবরে জানা যায়।

ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর বিবৃতি অনুসারে, গাজা থেকে ইসরাইলি ভূখণ্ডে মোট চার হাজার তিন শ’ ৬০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়। তবে এর বেশিরভাগই ইসরাইলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমের মাধ্যমে ঠেকিয়ে দেয়া হয়েছে।

তবে ইসরাইলি ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ বলছে, দক্ষিণ ও মধ্য ইসরাইলে রকেট হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত দুই হাজার ৬১টি বাড়ি এবং এক হাজার তিন শ’ ৬৭টি গাড়ির জন্য ক্ষতিপূরণের আবেদন তারা পেয়েছেন।

ফিলিস্তিনি গৃহায়ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইসরাইলি হামলায় গাজায় মোট এক হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও এক হাজার আট শ’ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

জাতিসঙ্ঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক সমন্বয় দফতরের (ওসিএইচএ) তথ্য অনুসারে, গাজায় ইসরাইলি আগ্রাসনে অন্তত ৯০ হাজার ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

অধিকৃত জেরুসালেমের শেখ জাররাহ মহল্লা থেকে ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করে ইহুদি বসতি স্থাপনে গত ২৫ এপ্রিল ইসরাইলি আদালতের আদেশের জেরে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভে পরপর কয়েক দফা মসজিদুল আকসায় হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী। ৭ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত এই সকল হামলায় এক হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন বলে জাতিসঙ্ঘের মানবিক সাহায্য বিষয়ক দফতর ইউএনওসিএইএ।

মসজিদুল আকসা চত্ত্বরে মুসল্লিদের ওপর ইসরাইলি নিরাপত্তা বাহিনীর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে মসজিদ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে ইসরাইলকে আলটিমেটাম দেয় গাজা নিয়ন্ত্রণকারী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। আলটিমেটাম শেষ হওয়ার পর গাজা থেকে ইসরাইলের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামাস রকেট হামলা শুরু করে।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, গাজা থেকে ইসরাইলি ভূখণ্ডে মোট চার হাজার তিন শ’ ৬০টি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে। ইসরাইলি আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন ডোমে বেশিরভাগ রকেট ধ্বংস করা হলেও বেশ কিছু রকেট ইসরাইলের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানে।

ইসরাইল ভূখণ্ডে হামাসের রকেট হামলার পরিপ্রেক্ষিতে ১০ মে রাত থেকেই গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরাইল।

গাজায় ইসরাইলের টানা ১১ দিনের আগ্রাসনের পর বৃহস্পতিবার রাতে ইসরাইল ও হামাস যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার ঘোষণা দেয়। মিসরীয় উদ্যোগে এই যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় ইসরাইলি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর শুক্রবার সকাল থেকে তা কার্যকর হয়। ফিলিস্তিনিরা এই যুদ্ধবিরতিকে নিজেদের বিজয় হিসেবে গণ্য করছেন।



৮৭ বছর পর ঈদুল ফিতর এর জামাআত হল আয়া সোফিয়ায়

মিযান ডেস্কঃ মাত্র গত বছরই মসজিদ হিসাবে নিজের মর্যারা ফিরে পায় তুরস্কের আয়া সোফিয়া। এবার সেখানে ঈদের জামায়াতও অনুষ্ঠিত হল। কয়েক হাজার মুসল্লি নিয়ে তুরস্কের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা দিয়ানেতের প্রধান আলি আরবাসের নেতৃত্বে এই জামাআত অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ওটোমানদের রীতি অনুসারে তরবারি হাতে তিনি ঈদের খুতবা পাঠ করেন। খুতবায় তিনি বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের ওপর জোর দেন। খুতবায় আরবাস বলেন, ‘ব্যতিক্রমী সময়ে এই ঈদ পালিত হচ্ছে। এই ঈদ আমাদের হৃদয়কে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।’



ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলের হামলার তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশেষ নামাজ আদায় করেন তিনি। আলি আরবাস বলেন, রমযান মাসের মত পবিত্র এক সময়ে জেরুজালেম দখল করার উদ্দেশ্যে রোজাদার ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালানো উম্মাহর জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৯১৬ বছর চার্চ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার পর এটি মুসলিমরা কিনে নিয়ে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু অটোমান খিলাফতের পতন হবার পর এটি জাদুঘরে পরিণত করা হয়। এর আগে দীর্ঘ ৫০০ বছর এটি মসজিদ থেকেছে। ৮৭ বছর দখল থাকার পর গত বছরই এটি পুণরায় মসজিদের মর্যাদায় ফিরে আসে।

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমাধান বাইডেন

মিযান ডেস্কঃ দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হওয়া ফিলিস্তিনের গাজা পুনর্নির্মাণে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে গাজায় শান্তি ফেরাতে ‘নীরবে’ কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেনতিনি।

বাইডেন বলেছেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র গাজা পুনর্নির্মাণে ফিলিস্তিনিদের পাশে থাকবে। সেখানে শান্তি ফেরাতে নীরবে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাবে। তবে আমি মনে করিইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই সেখানকার সংঘাত নিরসনে একমাত্র সমাধান।’ শুক্রবার (২১ মে) হোয়াইট হাউজ থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ কথা বলেন। বাইডেন বলেন, ‘ইসরায়েলের প্রতি আমার দায়বদ্ধতার কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমি মনে করি শান্তিপূর্ণ ও সুরক্ষিতভাবে জীবনযাপনের অধিকার ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন দু’দেশের নাগরিকদেরই রয়েছে। তাই আমি জোর দিয়ে বলছিসেখানে ইসরায়েলের পাশাপাশি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন জরুরি।’ যুদ্ধবিরতির পর গাজা ও ইসরায়েলের উপকূলীয় এলাকায় শান্তি ফিরেছে উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, ‘সংঘাত বন্ধ করে শান্তি ফেরানোয় ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ধন্যবাদ।

তিনি কথা রেখেছেন, সংঘাত থামিয়ে শান্তি এনেছেন।’ পূর্ব জেরুজালেমে আলআকসা মসজিদ চত্ত্বরে ইসরায়েলি পুলিশের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের সংঘর্ষের জের ধরে গত ১০ মে থেকে গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েলি বাহিনী। টানা ১১ দিন তাণ্ডব চালিয়ে শুক্রবার (২১ মে) মধ্যরাত থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকরে সম্মত হয় ইসরায়েল।

সৌদি-ইরানের সম্পর্কের বরফ কি গলতে চলেছে !

মিযান ডেস্কঃ সৌদি আরব আর ইরান যুজুধান দুই রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের বরফ গলতে চলেছে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।গত মাসে ইরান ও সৌদির মধ্যে সংগঠিত গোপন বৈঠকের পর থেকে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। সেই সম্ভাবনাকে আরো অনেকটা বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে সৌদি বিদেশমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সল বিন ফারহানের এক উক্তি। সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিতে ফ্রান্স সফর করছেন প্রিন্স ফয়সল। এখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ‘আমরা কিছু আলোচনা শুরু করেছি। তবে সেটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে।’

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মুস্তাফা আল কাজিমির উদ্যোগে গত ৯ এপ্রিল দুই দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই খবর গোপন ছিল। সর্বপ্রথম ফিনান্সিয়াল টাইমস তাদের এক প্রতিবেদনের এটি প্রকাশ করেন। তখন থেকেই সৌদিইরান সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা নিয়ে অনেকে আশা পোশন করছেন।

শিয়াপ্রধান ইরানের সঙ্গে সুন্নী সৌদির সম্পর্ক অনেক দিন ধরেই অহি নকূলের মত। তার ওপর ২০১৬ সালে এক শিয়া আলিমকে মৃত্যুদণ্ডে দন্ডিত করার পর থেকে সৌদির প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হয় ইরান। এর ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি ঘটে।

ইরান বৈঠকের বিষয়ে তেমন করে কিছু না বললেও সৌদি প্রিন্স বলেন, ইরানিরা যদি মনে করে যে প্রতিবেশিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তাদের জন্য ভালো, তবে আমিও সেক্ষেত্রে আশাবাদী। জুনে ইরানে অনুষ্টিত হতে চলেছে সেদেশের পার্লামেন্ট নির্বাচন। এই আলোচনা নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলতে পারবে সেটা সময় হলেই জানা যাবে।

গাজায় বাস্তুচ্যূত ৫৮ হাজার মানুষ

মিযান ডেস্কঃ গত রমযান মাসে মসজিদুল আকসায় নামাজরত মুসল্লিদের ওপর হামলা দিয়ে শুরু হওয়া সংঘাত ক্রমশঃ ফিলিস্তিনকে এক ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। একই সঙ্গে জন্ম দিয়েছে উদ্বাস্ত সমস্যার। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুসারে এখনও পর্যন্ত ৫৮০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন। যেখানে গত সোমবারই রাষ্ট্রসংঘ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩৮০০০ জানিয়েছিল সেখানে এক সপ্তাহ অতিক্রম না করতেই এই সংখ্যাটা ৬০০০০ ছুঁতে চলেছে। রাষ্ট্র সংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুঁতেরার মুখপাত্র স্টিফেন ডুজাররিক এই তথ্য জানিয়েছেন। ডুজাররিক জানান, উপকূলজুড়ে জাতিসংঘ পরিচালিত ৫৮টি স্কুলে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন ৪৭ হাজার মানুষ। হামলা চালানো হয়েছে গাজায় করোনা পরীক্ষার ল্যাব, স্বাস্থ্য ও অন্য মানবিক সেবা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে। গাজায় ধ্বংস করে দেয়া এসব প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তা প্রয়োজন ফিলিস্তিনিদের। তাদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। আমরা যতটা পারি ততটা এর সঙ্গে যুক্ত থাকবো।

স্বাস্থ্য-ভাবনা

শিশুর কোভিড-সংশ্লিষ্ট রোগ

অধ্যাপক প্রণব কুমার চৌধুরী

ইদানীং শিশুরাও করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলছেন, করোনাপরবর্তী ঢেউয়ে শিশুকিশোরদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। করোনাসংশ্লিষ্ট প্রদাহের কারণে একধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে শিশুদের। এই রোগের নামলএমআইএসসি (মাল্টিপল ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোমইন চিলড্রেন), কখনো বলা হয় পিএমআইএস (পেডিয়াট্রিকস মাল্টিপল ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোম)। এই মারাত্মক সিনড্রোমের কার্যকারণ, রোগচিত্র, পরীক্ষানিরীক্ষা ও ব্যবস্থাপনা এখনো সম্পূর্ণ জানা যায়নি।

করোনাপরবর্তী প্রদাহজনিত জটিলতা থেকে এর উৎপত্তি। যেহেতু শিশুর

লক্ষণসমূহ

- প্রধান লক্ষণগুলো হলো ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে একনাগাড়ে জ্বর, বমি, ডায়রিয়া, পেটব্যথা, বুকব্যথা, চোখ ওঠা বা রক্তাভ চোখ, হাতপা ফোলা ও র‍্যাশ, জিহ্বামুখগহ্বরে লালচে ঘা।
- হৃৎস্পন্দন বেড়ে যাওয়া, পানীয়, খ াবার গ্রহণ বা বসতেদাঁড়ানোর সক্ষমতা কমে যাওয়া, চৈতন্য লোপ পাওয়া।
- এই রোগে আক্রান্তদের তেমন শ্বাসকষ্ট থাকে না। তবে কাশি, গলাব্যথা থাকে। অনেক সময় রক্তচাপও কমে যায়।
- হাঁটতে গেলে একদিকে হেলে পড়া, কথা বলতে অসুবিধাএমন সমস্যাও হতে পারে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রতিরোধ

- শিশুর এসব উপসর্গ দেখা দিলে



করোনাকালে শিশুর জ্বর, র‍্যাশ, চোখে রক্ত ওঠা, জিহ্বাঠোঁট লাল, গলার পাশের গ্রন্থি ফোলাএসব লক্ষণ দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে।

করোনা সংক্রমণ প্রায় উপসর্গহীন থাকে বা মৃদু উপসর্গ থাকে, তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ল্যাব পরীক্ষায় তা সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। অনেক সময় শিশুদের ক্ষেত্রে পিসিআর টেস্টেও করোনা 'নেগেটিভ' আসে। তবে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ পর অনেক সময় শিশুদের শরীরে উপসর্গ দেখা দেয়। এতে অনেকেই মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয়, করোনা সংক্রমণের ফলে শরীরে 'ইমিউনোলজিক্যাল অতি প্রতিক্রিয়া' এর জন্য দায়ী। এর কারণে হৃদ্‌যন্ত্র, রক্তনালি, কিডনি, ত্বক, চোখ, ফুসফুসসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জটিলতা দেখা দেয়। তাই করোনাকালে শিশুর জ্বর, র‍্যাশ, চোখে রক্ত ওঠা, জিহ্বাঠোঁট লাল, গলার পাশের গ্রন্থি ফোলাএসব লক্ষণ দেখা দিলে সতর্ক হতে হবে। ৩ থেকে ১২ বছরের শিশুদের এ রোগ হয়ে থাকে।

সময়ক্ষেপণ না করে হাসপাতালে বা শিশু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। দেরিতে চিকিৎসা শুরু করলে বেশির ভাগ শিশুকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) রেখে চিকিৎসা দিতে হয়। ফলে মৃত্যুঝুঁকিও বাড়ে।

- চিকিৎসকের পরামর্শে করোনা অ্যান্টিবডি পরীক্ষাসহ ফুসফুসের সিটি স্ক্যান ও রক্তের কিছু সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা করাতে হবে।
- এই রোগ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় উপায় হলো শিশু যাতে করোনা রোগীর সংস্পর্শে না আসে, সেদিকে লক্ষ রাখা। তাই শিশু আছে, এমন পরিবারের কেউ যাতে করোনায় আক্রান্ত না হয়, সে জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।
- দেশে শিশুরা যেহেতু টিকার আওতার বাইরে, তাই তাদের নিয়ে অকারণে বাড়ির বাইরে না যাওয়াই শ্রেয়। এরপরও বাইরে গেলে শিশুর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ওপর জোর দিন।

ক বি তা

যুদ্ধে চলো

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

তাকবির ধ্বনি মুখে তোলো
হিংসা বিভেদ সবই ভোলো
যুদ্ধে চলো যুদ্ধে চলো
ফিলিস্তিনের পক্ষে।।

সঙ্গে নিয়ো কামান গুলি
দাও উড়িয়ে ইহুদির খুলি
যুদ্ধে চলো যুদ্ধে চলো
ফিলিস্তিনের পক্ষে।।

অবুঝ শিশুর আর্তচিৎকার
বেঁচে থাকার নেই অধিকার।
বিশ্ব মুসলিম এক হয়ে যাই
এছাড়া আর নাই উপায় নাই।।

দাও জ্বালিয়ে দাও উড়িয়ে
মাটির সাথে দাও গুড়িয়ে
ওই ইহুদির ঘাঁটি,
মুক্ত করবো ইনশাআল্লাহ
ফিলিস্তিনের মাটি।
যুদ্ধে চলো যুদ্ধে চলো
ফিলিস্তিনের পক্ষে।।

সহযোগিতা

মোঃ রাজিব হুমায়ুন

আশেপাশে যদি কোনো
এতিম শিশু থাকে,
হৃদয় থেকে ভালোবেসে
করবে আদর তাকে।

কন্যা নিয়ে কোনো বাবা
পড়লে বিপদ মাঝে,
সেই বাবাকে সাহস দেবে
সকালদুপুর সাঁঝে।

সব হারানো মাজননী
প্রতিবেশী হলে,
করবে সেবা রাখবে মাকে
সুখের ছায়াতলে।

পড়শি যদি দুস্থ হয়ে
জীবনযাপন করে,
সাধ্যমতো হাত বাড়াবে
সহায়তার তরে।

গরিব রোগী অর্থাভাবে
ভুগলে ওষুধ বিনে,
হাসপাতালে নেবে তারে
দেবে ওষুধ কিনে।

দেখলে কভু ক্ষুধার্তকে
খাবার দেবে খেতে,
মানবসেবা করতে হবে
খোদার রহম পেতে।

কাজী নজরুল

মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ

বাংলার বুলবুল
কাজী নজরুল
ওই দোলে জুঁই ফুলে..
বাবড়ি কালো চুলে..
কাজী নজরুল।

ছোটদের জন্য তার
লেখা সব মজাদার
নেই কারো তুল..
কাজী নজরুল।

কবিতা ও গানে
আছে সবার প্রাণে
কবিদের মুল..
কাজী নজরুল।

স্থৈর্য

মোঃ সেলিম

তাশাহুদে ভাই তর্জনী নেড়ে ,দূর ভাগা আজাজিলে।
ঐ তর্জনী ট্রিগারে চেপে ,দে জবাব ইজরাইলে।।
আত্মতুষ্টি,আবেগঘন ,বড়ই বালাই আজ।
ফিরকা, ফারাক,ফতোয়ার কোন্দল হৃদয়ে করিছে রাজ।।
দাড়ি, টুপি বেশে, সুন্নাতি সাজে,অগনিত হেথা।
জুলফিকার তলোয়ার,যুদ্ধংদেহী, রণকৌশলী কোথা ?
গভীর রজনী, দেয় হাতছানি,ইবাদতে নিবিড়।
২৭ রণে শশরীরে ,নবীজি (স) হাজির!!!
বুক ফুলিয়ে বলি ৫৮ টি দেশ।
মাজহাবী ফিরকায় যাচ্ছে হয়ে শেষ।।
তেল আছে, সোনা আছে, আছে সম্পদ।
আত্মরক্ষায় এগোতে পারেনি এ বড়ই বিপদ।।
একদিন যাঁরা রণকৌশলী,বিশ্বজয়ী ছিল।
আজকে তারা মোনাজাতেই মনটা কেবল দিল!
আয় নারে ভাই মোনাজাতেই মুষ্টি শক্ত করি।
দুহাত দিয়ে সন্ত্রাসীদের ঘায়েল করে ছাড়ি।।

নদী পথে স্বর্গে পাড়ি

আজমীর রহমান

আমার চোখ যেন নদী
রাজার নাই চিন্তা, ঘুমের জড়াজড়ি
তবুও তো ঘুম থেকে উঠে দেখা যায় চোখের কোণে পড়ে
আছে বালি,
শুকনো চোখ হয়ে যায় পানি, হয়ে যায় যদি নদী
বালির নিচে নিথর দেহ গুলি আবার ভেসে উঠবে যেন,
জলছবি!
তেমনি করেই ওরা মানবতা হীনতার মাঝে গঙ্গাযমুনার পথ
ধরে স্বর্গে দিচ্ছে পাড়ি,
চিন্তায় মরি, চিন্তায় মরি এ কেমন মহামারী?
সুস্থতার যেখানে বেশি, হচ্ছে না তো গোপন মহামারী?
চিন্তায় মরি, চিন্তায় মরি অশ্রুসিক্ত জলে চোখ দুটি আমার
গঙ্গা যমুনা নদী!
স্বর্গ মর্ত পাতাল ফাঁড়ি ঐ রাজ্যে আখি মেলেছি ধরি;
রাজা নরকের কীট হবার যোগ্যতা রাখে নি ।।

দ্য মুসলিম ইনস্টিটিউট ও জামাআতে ইসলামি হিন্দের যৌথ উদ্যোগে করোনা মহামারী হেল্প ডেস্ক এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

মিযান ডেস্কঃ কলকাতার দ্য মুসলিম ইনস্টিটিউট ও জামাআতে ইসলামি হিন্দের যৌথ উদ্যোগে করোনা মহামারী হেল্প ডেস্ক এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। মুসলিম ইনস্টিটিউট এ কোভিড ১৯ হেল্প ডেস্ক এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুসলিম ইনস্টিটিউট এর প্রেসিডেন্ট সাংসদ নাদিমুল হক সাহেব ও জামা'আতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য সমাজসেবা বিভাগের সম্পাদক তথা সাবেক আমিরের হালকা রহমত আলি খান সাহেব।

বর্তমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে করোনা রোধে বিভিন্ন পরিষেবার প্রদানের সূচনাও করা হয়। এই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেন, এম্বুলেন্স পরিষেবা সহ হাসপাতালের বেড থেকে মেডিসিন সরবারহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিভাগীয় সম্পাদক ও জামাআতের রাজ্য টাস্ক ফোর্স এর সহকারী দায়িত্বশীল জনাব সাদাব মাসুম সাহেব ও দ্য মুসলিম ইনস্টিটিউট এর সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন আই.পি.এস নিসার আহমেদ সাহেব। এই মহতি উদ্বোধন সভায় আরো উপস্থিতি ছিলেন জামাআতের রাজ্য জনসংযোগ বিভাগের সহকারী দায়িত্বশীল সুজাউদ্দিন আহমেদ, রাজ্য জামাআতের দপ্তর সম্পাদক সাবির আলি, কলকাতা জামাআতের সহ সভাপতি জাভেদ খান প্রমুখ।



ইসরাইল মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল ঃ ইসলামি জিহাদ আন্দোলন

মিযান ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের ইসলামি জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব জিয়াদ আননাখালা বলেছেন, ইহুদিবাদী ইসরাইল মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল একটি সরকার। তিনি আরো বলেছেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ইসরাইলকে নতজানু হতে বাধ্য করব। আমরা তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ আঘাত করব।

তিনি সোমবার গাজায় দেয়া এক বক্তব্যে এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন বলে আলমায়াদিন জানিয়েছে। নাখালা বলেন, আমরা একটি বৃহৎ যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছি যা গোটা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড জুড়ে চলছে। ফিলিস্তিনি জাতি বায়তুল মুকাদ্দাস ও আলআকসা মসজিদ রক্ষার ইতিহাসে নয়া অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

ফিলিস্তিনি জাতি অবরুদ্ধ ও কঠিন অবস্থার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে যাবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ইসলামি জিহাদ আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, প্রতিরোধ আন্দোলনের মোকাবিলায় ইহুদিবাদী ইসরাইল নিজের অক্ষমতা প্রমাণ করেছে। তারা ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের সঙ্গে পেরে না উঠে বেসামরিক অবস্থানে কাপুরুষোচিত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভোট পরবর্তী অশান্তি রুখতে রাজ্য সরকারকে আহ্বান জামাআতে ইসলামি হিন্দের

মিযান ডেস্কঃ ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই অশান্তি ও হিংসার কারনে ইতিমধ্যেই অনেকেই প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকেই। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ঘর বাড়ি ও দোকানপাট ভাংচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ভোট পরবর্তী অশান্তি ও হিংসা রুখ তে রাজ্য সরকারকে কার্যকর ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ আহ্বান জানিয়েছেন জামাআতে ইসলামি হিন্দের রাজ্য সভাপতি মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব।

তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, ভোট পরবর্তী যে অশান্তি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। অবিলম্বে এই অশান্তি বন্ধ হওয়া দরকার।এই অশান্তি রুখতে পুলিশ প্রশাসন তাঁদের দায় এড়াতে পারেনা। তাই প্রশাসনকে এই অশান্তি রুখতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশাসনকে রাজনৈতিক সীমারেখার উর্ধে উঠে কাজ করতে হবে। দলীয় পরিচয়ের কারণে কোন অপরাধী যেন রেহায় না পায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব আরো বলেন, একটি গোষ্ঠী খুবই পরিকল্পিত ভাবে রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে, উস্কানিমূলক বক্তব্যের পাশাপাশি ফেক ভিডিও, ফেক নিউজ ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। এদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়ে পরিবেশকে অশান্ত করছে এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা আব্দুর রফিক আরো বলেন, রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও রাজ্যবাসীর প্রতি শপথ গ্রহণের পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অশান্তি রুখতে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ যোগ্য। কিন্তু তারপরেও যে ভাবে অশান্তি চলছে তা রুখতে আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি, তা নাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।

রাজ্য সভাপতি আব্দুর রফিক সাহেব জানান, রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির দিকের সব থেকে আগে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় উভয় সরকারের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ভ্যাকসিন ও অক্সিজেন প্রদান না করে এবং করোনা পরিস্থিতির বিষয়ে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী অশান্তি থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে করতে তৎপর।আর এই জন্য কেন্দ্রীয় টিম রাজ্যে পাঠিয়েছে।

এই ধরনের ঘৃণ্য রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। কারন এখন কেন্দ্রীয় টিমের করোনা চিকিৎসার্থে সাহায্যের জন্য আসা উচিত ছিলো, মানুষের দুরাবস্থা নিরসনে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার উদ্যোগী হওয়া দরকার ছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার তা করছে না। রাজ্যের অশান্তি ও হিংসাতে নিহত ও আহতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব।

ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নুজাবা মুভমেন্ট

মিযান ডেস্কঃ ইরাকের নুজাবা মুভমেন্টের মুখপাত্র নাসর আশশাম্মারি বলেছেন, তারা দখলদার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত আছেন। ইরাক ও সিরিয়ায় সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে নুজাবা মুভমেন্টের।

নাসর আশশাম্মারি আরও বলেছেন, ইরাকের জনগণ বিশেষকরে প্রতিরোধ সংগ্রামীরা ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ফিলিস্তিনিরা কাসেম সোলাইমানি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আশশাম্মারি বলেন, ফিলিস্তিনিরা দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে তা প্রশংসনীয়। আর আরব দেশগুলোর যেসব শাসক ইসরাইলের সঙ্গে আপোষ করেছে তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা।

গাজায় ইসরাইলি হামলা সন্ত্রাসবাদী কাজ ইলহান ওমর

মিযান ডেস্কঃ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসওম্যান ইলহান ওমর বলেছেন, গাজায় বিমান হামলা করে নিরপরাধ ৯ শিশুসহ ২০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদী কাজ করেছে ইসরাইল। সোমবার এক টুইটবার্তায় মার্কিন ওই মুসলিম নারী আইনপ্রণেতা এ কথা বলেন। খবর আনাদোলুর ফিলিস্তিনিদেরও নিজেদের রক্ষা করার অধিকার আছে। ইসরাইলিরা নিজেদের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আয়রন ডোম দিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্বিচারে বিমান হামলা করছে। পবিত্র রমজানের এ সময় যখন ঈদের জন্য মুসলিমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় আছেন, তখন বর্বরোচিত হামলা শুরু করেছে ইসরাইল। তিনি ইসরাইলকে এ কাজে মদদ দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারেরও কঠোর সমালোচনা করেন।

আল-আকসা ও ফিলিস্তিনিদের ওপর ইজরায়েলের বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জামাআতের



মিযান ডেস্কঃ ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইজরাইল সরকার অমানবিক, নির্মম বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়ে অসংখ্য ফিলিস্তিন অধিবাসীদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে। শাইখ জাররাহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হামলা করে ফিলিস্তিনিদের গৃহচ্যুত করেছে। গৃহহারা হয়ে শরণার্থী হয়েছেন অনেকে। অনেক মানুষকে হত্যা করেছে জায়নবাদী ইসরাইল সরকার। আলআকসা মসজিদের উপর হামলা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার ইহুদি উপনিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইজরায়েল সরকার নতুন করে ইহুদি বসতি গড়তে এই হিংস্র আক্রমণ চালিয়েছে। ভারতের শান্তিপ্রিয় সুশীল সমাজ এবং সংগঠনগুলি এই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্মিলিতভাবে গভীর উদ্বেগ ব্যক্ত করে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। জামা'আতে ইসলামী হিন্দ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আব্দুর রফিক একইভাবে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

ইজরায়েল সরকারের এই আক্রমনকে বর্ণবাদী ও জাতিবিদ্বেষ বলে সকলেই অভিহিত করেছেন। ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ আন্তর্জাতিক আইন ও সভ্য সমাজের মূল্যবোধের পরিপন্থী ছাড়া কিছুই নয়। রমজান মাসে শান্তিপ্রিয় প্রার্থনাকারীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা বিশ্বের সমস্ত মুসলিমদের হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। শুধু মুসলিম দুনিয়া নয়, বিশ্বের সভ্য সমাজকে গভীর ভাবে আঘাত দিয়েছে। ইজরায়েলের বর্ণবাদী আইন এতে গর্ব বোধ করলেও মানবীয় সমাজ এই অমানবিক আক্রমণের জন্য ইজরায়েল সরকারকে নিন্দা না জানিয়ে পারেনা।

করোনা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সময় ইসরাইলি বাহিনীর প্ররোচনায় নিষ্পেষণ, বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। মানবতার প্রতি একটি জঘন্য অপরাধ ছাড়া কিছুই নয়। এরকম ঘটনাই জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আদালত, মানবাধিকার সংগঠন সমূহ, এনজিও, ন্যায় পন্থী রাষ্ট্রগুলিকে ইজরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এই অন্যায় থেকে বিরত রাখতে হবে বলে সকলেই মন্তব্য করেছেন।

মসজিদে আকসা হল পবিত্র একটি মসজিদ। এর প্রতি মুসলিমদের হৃদয়ে সীমাহীন সম্মান আছে। মসজিদটির পবিত্রতা নষ্ট করলে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া হবেই। ইজরায়েল সরকার যেন এই মসজিদের উপর কুকর্ম না করে।

সুশীল সমাজের মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে ইজরায়েলি দূতকে তলব করে কোটি কোটি মানুষের মর্মবেদনা ও অনুভূতি সম্পর্কে অবহিত যেন করা হয়। ইজরাইল সরকার ফিলিস্তিনিদের ওপর অত্যাচার বন্ধ করে তার জন্য ওই দেশটির ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের দাবি জানানো হয়েছে।

প্যালেস্টাইন ও ইজরাইল বিষয়ক কিছু অজানা তথ্য

ইজরায়েলে যারা শাসন করে তারা মূলত ইউরোপীয় ইহুদী। এদেরকে বলা হয় আশকেনাজি জুইশ। এরা ইউরোপ থেকে এসে ফিলিস্তিনী ভূখণ্ডে গেঁড়ে বসা ইহুদী। কিছু আরব ইহুদী আছে, যারা আগে থেকেই ফিলিস্তিনে ছিল। আর কিছু অন্যান্য আরব দেশ থেকে এসেছে। এদেরকে বলা হয় মিজরাহি জুউশ। হিস্পানিক কিছু জুইশ আছে।

তবে এলিট শ্রেণী হচ্ছে আশকেনাজি জুইশ। এরাই মূলত জার্মান আর ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিলিস্তিনীদের জমি দখল করেছে। এরা অসম্ভব উগ্র, জেনোফোবিক এবং ধণী। ইজরায়েলের এলিট শ্রেণী হচ্ছে এরা। এদের কালচারের সাথে আরব ইহুদীদের কালচার কোনোভাবেই মিলেনা।

ইহুদী ধর্ম অনুযায়ী মেসিয়াহ (মুসলমানদের কাছে দাজ্জাল) না আসা পর্যন্ত ইহুদীদের জন্য আলাদা দেশ গঠন করা পুরোপুরিভাবে নিষিদ্ধ। এই কারণেই অন্যান্য দেশের অর্থোডক্স ইহুদী এবং ইহুদী ধর্মগুরুগণ ইজরায়েলের বিরোধী। কারণ এই রাষ্ট্র ইহুদী ধর্মমতেও নিষিদ্ধ। ধর্মীয় দেশ দাবী করলেও ইজরায়েল মূলত কোনো ইহুদী দেশ নয়, এটা একটা জায়োনিস্ট দেশ। সহজ ভাষায় বললে জায়োনিজম হচ্ছে ইহুদী জাতীয়তাবাদের একটি পলিটিক্যাল টার্ম। জায়োনিস্ট হওয়ার জন্য ইহুদী হওয়া শর্ত নয়। অর্থাৎ ইহুদী নন এমন ব্যক্তিরাও জায়োনিস্ট হতে পারেন। আবার ইহুদী মানেও জায়োনিস্ট নয়।

জায়োনিজমকে বাংলায় সম্ভবত ইহুদীবাদ বলা হয়। হিন্দু আর হিন্দুত্ববাদ যেমন এক নয়, অনেকটা সেরকম। ইহুদী ধর্মকে বলা হয় জুদাইজম। তো জায়নবাদের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে স্টেট অব ইজরায়েল জাতির পিতা থিউডর হার্ৎজেল। যার স্বপ্ন ছিল তার মুভমেন্টের সমর্থক ইহুদীদের জন্য আলাদা একটা দেশ হবে এবং সেটা হবে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে।

সে আবার অবশ্য তার জীবদ্দশায় ইজরায়েল দেখে যেতে পারেনাই। তবে সে নানাভাবে চেষ্টা করেছিল। ওসমানী খলীফা আব্দুল হামীদকে সে চিঠি লিখে প্রস্তাব দিয়েছিল যেন ইহুদীদের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের কাছে কিছু জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। বিনিময়ে তুরস্কের সব ঋণ পরিশোধ করে দেয়া হবে। খলীফা এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলে ১৯০১ সালের মে মাসে থিওডর তার ক্লোজফ্রেন্ড পোলিশ ফিলিপ নিউলিন্সকিকে দিয়ে আবার প্রস্তাব পাঠায়। এবারে খলীফার জন্য বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ সহ নানা উপহারের প্রস্তাব দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য ব্যবসা এবং সুদের ব্যবসা করে ইহুদীরা অনেক আগে থেকেই প্রচুর সম্পদের মালিক। ব্যাংকিং কনসেপ্ট জিনিসটাই ইহুদীদের থেকে তাদের সুদের ব্যবসা থেকে এসেছে। এই কারণে তাদের সম্পত্তি ছিল অঢেল। খলীফা আব্দুল হামীদ বলেছিলেন ফিলিস্তিনের ভূমি আমার একার সম্পদ নয় যে আমি লিখে দেব। প্রতিটা মুসলমানের রক্তের ফোঁটাতে এর মালিকানা। আমি বেঁচে থাকতে সেটা হতে দিতে পারিনা।

খলীফা আব্দুল হামীদ মারা গেছেন, ওসমানী খেলাফত ধ্বংস হয়েছে। খেলাফত বিলুপ্ত হয়েছে। বৃটিশরা যুদ্ধে জিতেছে। থিউডর হার্ৎজেল মারা গেছে। কিন্তু তার আইডিওলজি দিনে দিনে শক্তিশালী হয়েছে। তার স্বপ্নের দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃটিশরা ইউরোপ থেকে মার খাওয়া ইহুদীদের জন্য জায়গা বরাদ্ধ করে দিল ফিলিস্তিনে। থিউডরের স্বপ্নের সেই দেশ প্রতিষ্ঠিত হলো ফিলিস্তিনীদের রক্তের উপর। লাখ লাখ মানুষ উদ্বাস্তু হলো। ঘরবাড়ী এবং জীবন হারালো।জায়োনিস্টদের তখন সশস্ত্র মিলিশিয়া ছিল। তারা ফিলিস্তিনীদের হত্যা করতো, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে সেই ভূমি দখল করতো। এবং তারা বিশেষভাবে বৃটিশদের সহায়তা পেত। ইহুদীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ইজরায়েলেও ইহুদীরাই বৈষম্যের শিকার হয়। যারা কালো ইহুদী তারাও বৈষম্যের শিকার হয়। এ নিয়ে তারা অনেকবার রাস্তায় নেমেছে। সবচেয়ে বেশী শিকার হয় আরব ইহুদীরা। কারণ তাদের ভাষা আরবী, তাদের বেশভূষা আরব মুসলমানদের মত। আরবী বলার কারণে তাদের চাকরী হয়না, আরবদের মত পোষাক পরায় চাকরী হয় না।



ধর্মে ইহুদী হওয়ার পরও জাতিতে একই না হওয়ায় তারা নানা বৈষম্য, বুলিং এবং হেনস্থার শিকার হয়। তাদের বলা হয় আরবদের ঘৃণা করতে। তো যারা পূর্বে আরব দেশে ছিল, তারা অর্থ্যাৎ বৃদ্ধরা বিষয়টা মেনে নিতে পারেনা। তারা প্রতিবাদ করে। কোনো লাভ হয় না। তো যারা নিজ ধর্ম ইহুদীদের সাথেই এমন করে, তারা আরব মুসলমানদের সাথে কেমন আচরণ করবে সেটা সহজেই অনুমেয়। আবার আমরা তো দেখতেও পাই। ইজরায়েল শুরু থেকেই বৃটিশ এবং আমেরিকানদের প্রত্যক্ষ সাপোর্ট পেয়ে আসছে। আরব ইজরায়েল যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা ইজরায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করেছে বলেও বলা হয়।

এখনো যখন ইজরায়েল ফিলিস্তিনীদেরকে হত্যা করে, নারীশিশুদেরও হত্যা করে, ধরে নিয়ে যায় এ নিয়ে জাতিসংঘ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আনলে আমেরিকা ভেটো দেয়। সরাসরি ইজরায়েলকে রক্ষা করে।

জাতিসংঘের আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধ আইন সব কিছুই তারা নিয়মিত লংঘন করে। কিন্তু তাতে তাদের কোনো কিছুই হয় না। কারণ আমেরিকা আছে। তারা প্রকাশ্যেই ইজরায়েলকে রক্ষা করে নেয়, একদম নগ্নভাবে।

ইজরায়েলের কোনো সীমানা নেই। কারণ, তারা প্রতিদিনই দখল করে চলেছে। যেকোনো দিন ইহুদী সেটেলার এসে আপনাকে বলবে এই ঘর আমার। এরপর ইজরায়েলী পুলিশ এসে আপনাকে বের করে দেবে, পুরুষদের জেলে নিয়ে যাবে। তারপর বুলডোজার এসে আপনার ঘর গুঁড়িয়ে দেবে। এরপর সরকারী টাকায় সেখানে ইহুদীদের জন্য ঘর বানানো হবে। নিজেদের শত শত বছরের ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনীরা এক দিনেই উদ্বাস্তু হয়ে গেল। রিফিউজি হিসেবে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। এভাবে তারা প্রতিদিন ঘরবাড়ী দখল করে নেয় আর ফিলিস্তিনীরা উদ্বাস্তু হয়।

ইহুদীদের জন্য ঘরবাড়ী বানানোর জন্য যে টাকা খরচ হয়, তার জন্যও আমেরিকা থেকে সরকারী এবং বেসরকারিভাবে টাকা আসে। আবার প্রতিবছর ইজরায়েলের জন্য প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা আসে। পশ্চিমের দেশগুলোতে ইজরায়েলীদের জন্য প্রায় ভিসা ফ্রী। নামী দামী ইউনিভার্সিটি গুলোতে তারা স্কলারশিপ পায়। এর বাইরে আবার প্রায় সব বড় বড় কোম্পানীর বিলিয়ন ডলারের ইনভেস্টমেন্ট আছে ইজরায়েলে। তারা শিক্ষাখাতে ইনভেস্ট করে, গবেষণা খাতে ইনভেস্ট করে, ট্যুরিজম খাতে ইনভেস্ট করে। অন্যদিকে ফিলিস্তিনীরা আগামীকাল পর্যন্ত তাদের বাড়ীটা থাকবে কিনা জানে না। প্রাণ থাকবে কিনা সেটাও জানেনা। স্কুলটা থাকবে কিনা তাও জানেনা। রাত বিরাতে এসে তল্লাশী চালিয়ে ইজরায়েলী পুলিশ যাকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। অল্পবয়সী শিশু হলেও কোনো রক্ষা নাই। ফিলিস্তিনীদের সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ ফোর্স রাখারও পারমিশন নাই। ফিলিস্তিনী সিকিউরিটি ফোর্স নামে একটা বাহিনী আছে, তাদের ভারী কোনো অস্ত্র রাখার অনুমতি নাই। ইজরায়েলের সাথে এক চুক্তিতে এটা মেনে নেয় ইয়াসির আরফাতের পিএলও। ফলে মাহমুদ আব্বাস নামের প্রেসিডেন্ট হলেও কাজে কোনো ক্ষমতা তার নাই। ইজরায়েল দখল করতে করতে ফিলিস্তিনকে এমনভাবে দখল করেছে একপাশে গাযা উপত্যকা, অন্যপাশে পশ্চিম তীর। মাঝখানে ইজরায়েল। ব্যাপারটা অনেকটা পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মত পশ্চিম তীর আর গাযা, মাঝখানে ভারতের মত ইজরায়েল।

মনে করার সুবিধার্তে, গাযা হচ্ছে বাংলাদেশ, পশ্চিম তীর পাকিস্তান। মাঝখানে ভারত হচ্ছে ইজরায়েল। (ভৌগোলিক অবস্থান বা ম্যাপ বুঝার সুবিধার্তে বললাম)।

ইজরায়েলীরা পৃথিবীর ১৬০টি দেশে প্রায় ভিসা ফ্রী ঘুরতে পারলেও ফিলিস্তিনীরা এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যেতে ইজরায়েলের অনুমতি নিতে হয়। ফিলিস্তিনের গাযা উপত্যকা থেকে যদি কেউ ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে যেত চায়, তাহলে অনেকদিন আগে এপ্লাই করতে হয়। তাও ৯০ ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়া যায় না। জিজ্ঞাবাদে ইজরায়েল সন্তুষ্ট হলেই কেবল অনুমতি দেয়।

বেশীরভাগ গাযাবাসী কখনো আল আকসা মসজিদ চোখে দেখেনি। কারণ আল আকসা পশ্চিমতীরে।

পিএলও আর হামাস হচ্ছে ফিলিস্তিনের দুটি রাজনৈতিক দল। হামাস সংখ্যাগরিষ্ঠ গাযাতে আর পিএলও পশ্চিম তীরে।

তবে ২০০৬ সালে পুরো ফিলিস্তিনের নির্বাচনে হামাস পিএলওর উপরে জয়লাভ করে ফিলিস্তিনের ক্ষমতায় আসে। ইসমাইল হানিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়। মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা দখল করে নেয়। অনেকটা পাকিস্তানের নির্বাচনের মত। শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হয়েও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। ইসমাইল হানিয়ার ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। এরপর থেকে ইসমাইল হানিয়া তার এলাকা গাযাতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকেন। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে যাওয়ার মত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ফিলিস্তিন নিজেই তো স্বাধীন নয়।

মাহমুদ আব্বাসের পিএলও ইজরায়েলী সকল শর্ত মেনে ফিলিস্তিন তথা পশ্চিমতীরকে ডিমিলিটাইরাইজড করলেও গাযার হামাস সেটা মেনে নেয়নি। পশ্চিম তীরে ইজরায়েলী শর্ত অনুযায়ী কোনো সেনাবাহিনী নেই। সিকিউরিটি ফোর্স আছে, যাদের নামে মাত্র একটা পুলিশ ফোর্স আছে। যেটা আছে তাদেরও শর্ত হচ্ছে ইজরায়েলী পুলিশকে সাহায্য করতে হবে। তাদের কোনো ভারী অস্ত্র নেই। হাল্কা অস্ত্র যা আছে, সেটাও ইজরায়েলের দেয়া। ওদের গাড়ীও ইজরায়েলের দেয়া। যা ইজরাইল সবসময় ট্র্যাক করে। কোনো ফিলিস্তিনীকে জোর করে বেআইনিভাবে ধরে নিয়ে গেলেও ফিলিস্তিনী সিকিউরিটি ফোর্স কিছু করতে পারেনা। এজন্য পশ্চিম তীরের যেকোনো বাড়ীতে ইজরায়েলী পুলিশ চাইলে যেকোনো সময় তল্লাশী চালাতে পারে। আমরা যে পাথর ছুড়ার দৃশ্য দেখি, এগুলা বেশীরভাগই পশ্চিম তীরের। কারণ তাদের অস্ত্র রাখার অনুমতি নেই।

ইচ্ছে হলেই যে ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দখল করে নেয়, সেটাও পশ্চিমতীরে। কারণ পশ্চিমতীর ইজরায়েলী অকিউপ্যাশনে। এখানকার বাসিন্দারা মোটামুটি চলাচলের স্বাধীনতা পেলেও ঘরবাড়ী কখন বেদখল হয়ে যাবে বলতে পারেনা। এতে ফাতাহ বা পিএলও কিছু করতে পারেনা।

অন্যদিকে হামাস শাসিত গাযা উপত্যকা ইজরায়েলের কোনো শর্ত মানেনা। তাদের মিলিটারী আছে। তাদের অঞ্চলে ইজরায়েলী পুলিশ ঢুকতে পারেনা। তারা নিজেরাই সেখানকার নিরাপত্তা দেয়। তাদের আর্টিলারি ইউনিট আছে। তাদের কাছে ভারী অস্ত্র আছে। যার বেশীরভাগ তারা নিজেরাই তৈরী করে। এখানে ইজরায়েলী সেটেলাররা তো দূরের কথা, ইজরায়েলী পুলিশ, ইজরায়েলী আর্মীও ঢুকতে পারেনা।

▶ *এরপর তিনের পাতায়*

ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ডস ফর প্যালেস্টাইন ফোরামের ফিলিস্তিনের ওপর ইজরায়েলি হামলার তীব্র নিন্দা



মিযান ডেস্কঃ ইজরায়েলের সন্ত্রাসবাদি আগ্রাসন এবং নিরীহ ফিলিস্তিনিদের ওপর চালানো হত্যালীলা মানবতার মর্যাদাকে ভুলুণ্ঠিত করেছে।

আমরা ইজরায়েলের আগ্রাসনকে তীব্রভাবে নিন্দা জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করছি। প্রায় প্রত্যেক বছর ইজরায়েল সহিংস আক্রমণ করে থাকে। যেদিন থেকে ফিলিস্তিন দখল করেছে ইসরায়েল সেইদিন থেকেই আলআকসা মসজিদ এবং পূর্ব জেরুজালেম এলাকার প্রতি তার মনোভাব সততাপূর্ণ ছিল না। পশ্চিম তীরের বৃহত্তর এলাকা দখল করতে চেয়েছে এবং জেরুজালেমকে পুরোপুরি দখলে নিতে চায়।

জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদ এবং বর্তমান দ্বন্দ্বসংঘাত মুখর অবস্থার জন্য ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদী নীতি দায়ী। আলআকসা মসজিদ ও সন্নিহিত অঞ্চল এবং সায়েখযারাহ এলাকার ইজরায়েল জোর করে ফিলিস্তিনিদের উচ্ছেদ করতে চাওয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন এবং চুক্তি সনদের লঙ্ঘন করে হিংসার আশ্রয় ইজরায়েল নিয়েছে। অবৈধভাবে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি, জমিজমা দখল করেছে। তাদের স্থানচ্যুত করেছে। নতুন করে ইহুদিদের বসতি সেখানে গড়ার লক্ষে এসব করা হচ্ছে। ফিলিস্তিনিরা এসব আগ্রাসনের জবাব দিয়েছে। ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যাকে তার দেশের নাগরিকদের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেবার লক্ষ্যে রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং শাসকশ্রেণী সময়েঅসময়ে আগ্রাসন চালিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে এভাবে ইজরায়েল নির্যাতন চালিয়ে গেছে।

আলআকসা মসজিদ বিশ্ব মুসলিম সমাজের কাছে পবিত্র স্থান। এর সঙ্গে তাদের ধর্মীয় অনুভূতি জড়িয়ে আছে। জেরুজালেম (আল কুদস) বিশ্বের তিনটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই শহরের এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তন সাধন, জন বিন্যাসের পরিবর্তন এবং এর মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার ইজরায়েলের নেই। দেশটির আক্রমণ ও অবৈধ কার্যকলাপ সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তির পরিপন্থী। এটি যুদ্ধাপরাধের নামান্তর।

ইজরায়েল তার জঘন্য কুকর্মকে আড়াল করতে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলনকে (এনতিফিদা) একতরফা বলে প্রচার করছে। সাংবাদিকরা লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তাদের অফিস গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো যাতে বিশ্ব এসব কীর্তিকলাপ থেকে অজ্ঞাত থাকে। এখন এসব জঘন্য ঘটনা ও কুকীর্তি বিশ্বের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতের এডিটর'স গিল্ড, প্রেস অ্যাসোসিয়েশন, প্রেসক্লাব অফ ইন্ডিয়া ইজরায়েলের কার্যকলাপের নিন্দা করেছে। সংবাদ সংস্থা গুলিকে এই বর্বরতার বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর আবেদন করেছে। আমরা এর সমর্থন করছি। বিশ্বের ন্যায়বাদী সকল রাষ্ট্রগুলিকে এই হিংস্র বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাই। জাতিসংঘের চুক্তি অনুসারে শত্রু প্রবন এবং বেআইনি ইজরাইলি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। তার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক অবরোধ করতে হবে। গাজা ও ফিলিস্তিনের ওপর নির্যাতনের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাইলের সৈন্য ও শাসকের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করতে হবে।

ভারত সরকার সর্বদা উপনিবেশিক শক্তি ও সম্প্রসারণবাদের উচ্চাঙ্ক্ষা বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এসেছে। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের অধিকারের বিষয়ে পক্ষ অবলম্বন করে এসেছে। জাতিসংঘে ভারতের নিযুক্ত প্রতিনিধি টি. এস. ত্রিমূর্তি ফিলিস্তিনিদের ন্যায় সঙ্গত দাবীর পক্ষে সওয়াল করেছেন। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি। ফিলিস্তিনের ওপর ইসরাইলি নির্যাতনের অবসানে ভারত সরকার গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর ভূমিকা পালন করবে আমরা ন্যায় সঙ্গত ভাবে এই দাবি জানাচ্ছি ও প্রত্যাশিত রাখছি।

ধন্যবাদান্তে

১) কারী ফজলুর রহমান সাহেব, ইমাম, ঈদঐদাইন, কলকাতা।

২) মাওলানা আব্দুর রফিক সাহেব, আমিরে হালকা, জামাআতে ইসলামি হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ।

৩)পীরজাদা তোহা সিদ্দিকী সাহেব, ফুরফুরা দরবার শরিফ, হুগলী।

৪) মাওলানা সফিক কাসেমি সাহেব, ইমাম নাখোদা মসজিদ, কলকাতা।

৫) মাওলানা সামসুদ্দিন কাসেমি সাহেব, সাধারন সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ।

৬) মাওলানা আব্দুল মাতিন সাহেব, সাধারন সম্পাদক, অল ইন্ডিয়া সুন্নাত অল জামাআত।

৭) মুফতি আব্দুস সালাম সাহেব, সাধারন সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ।

৮) মাওলানা আবু তালিব ওয়ালি রহমানি সাহেব, সদস্য, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড।

৯) মাওলানা মারুফ সালাফি সাহেব, সম্পাদক, জমিয়তে আহলে হাদিস, পশ্চিমবঙ্গ।

১০) মাওলানা নাশিম সাহেব, মজলিসে উলামায়ে ইসলামি, পশ্চিমবঙ্গ।

১১) হাসান মাহ্দী সাহেব, ইমাম, বাসরাভী মসজিদ, কলকাতা।

১২) এস.এ.রাইহান সাহেব, গবেষক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ড।

১৩) মাওলানা এ.এফ.এম খালিদ সাহেব, সম্পাদক, জামাআতে ইসলামি হিন্দ, পশ্চিমবঙ্গ।



জুম্মায় খুতবা চলাকালীন কাবা শরীফে লাঠি হাতে মিম্বরে ওঠার চেষ্টায় ধৃত এক ব্যক্তি

মিযান ডেস্কঃ পবিত্র কাবা চত্বরে জুমার খুতবাহ চলাকালে লাঠি হাতে একজন মিম্বারে উঠার চেষ্টা করাকে কেন্দ্র করে ব্যাচক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। হঠাৎ করে লাঠি হাতে স্বিরের ওঠার চেষ্টা করলে ওই ব্যক্তিকে কাবা শরীফের নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুততার সঙ্গে ধরে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। শুক্রবার জুমার নামাজের সময় এ ঘটনা ঘটে। মক্কা নগরীর পুলিশ সূত্র এক টুইট বার্তায় জানায়, মসজিদুল হারামের মিম্বারের পাশ থেকে অভিযুক্ত একজনকে আটক করা হয়। প্রতি শুক্রবার মিম্বারের ওই স্থান থেকে জুমার নামাজের আগে ইমামরা খুতবা প্রদান করেন। ঘটনার সময় কাবার ইমাম ও খতিব ড. বান্দার বিন বালিলাহ মিম্বারে জুমার খুতবাহ পড়ছিলেন।

পুলিশ সূত্র আরো জানায়, ওই ব্যক্তি ইহরামের কাপড় পরিহিত ছিল। তাঁর হাতে একটি লাঠিও ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং আটকের পর তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি খ বই দ্রুতবেগে মিম্বারে খুতবাহ দেওয়া ইমামের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে ওই স্থান থেকে সরিয়ে নেন।

রাশিয়ার স্কুলে বন্দুকধারীর গুলিতে শিশুসহ নিহত ১১



মিযান ডেস্কঃ মস্কো রাশিয়ার কাযান শহরের এক স্কুলে সশস্ত্র হামলায় অন্তত ১১ নিহত হয়েছে ‐ যার মধ্যে বেশিরভাগই শিশু। পুলিশ বলছে, সন্দেহভাজন হামলাকারী ছিল দুজন এবং তার মধ্যে একজনকে তারা আটক করেছে। স্কুলের ওপর এই হামলার কারণ সম্পর্কে এখনও পরিষ্কার কোর ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না।

মস্কো থেকে ৮২০ কিলোমিটার দূরের শহর কাযান রুশ প্রজাতন্ত্র তাতারস্তানের রাজধানী। মুসলমান প্রধান এই শহরের স্কুলে হামলা পর সোশাল মিডিয়ায় যেসব ছবি ও ভিডিও ফুটেজ শেয়ার করা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, হামলার মুখে স্কুল শিক্ষার্থীরা দোতলা থেকে মই বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করছে।

দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর সময় মারা গেছে অন্তত দুটি শিশু। কর্তৃপক্ষ বলছে, যে সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে সে ঐ স্কুলেরই একজন প্রাক্তন ছাত্র। অন্য হামলাকারীকে, কর্তৃপক্ষের ভাষায় নিরাপত্তা বাহিনী নিষ্ক্রিয় করেছে, যার অর্থ সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়েছে।

তাতারস্থানের প্রেসিডেন্ট রুস্তম মিন্নিখ নভ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন এবং এ হামলাকে এক বিপর্যয় বলে বর্ণনা করেছেন।

তিনি জানান, যে হামলাকারীকে জীবিত আটক করা হয়েছে তার বয়স ১৯, এবং তার কাছে অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে।

এই হামলার পর রাশিয়ায় অস্ত্রের মালিকানা নিয়ে বিতর্ক আবার মাথাচাড়া দিয়েছে।

জনগণের কাছে রাখা অস্ত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনারও ডাক উঠেছে বলে তিনি জানান।

এ আক্রমণের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, তিনি রাশিয়ার বন্দুক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন পুনর্বিবেচনা করবেন।

ঈদের পোশাক পরা শিশুগুলোর প্রাণ গেল ইসরায়েলি বোমায়

মিযান ডেস্কঃ ঈদ উপলক্ষে একত্র হয়েছিল ভাইবোনের পরিবার। শিশুরা পরে ছিল নতুন পোশাক। কিন্তু ইসরায়েলের জঙ্গি বিমান থেকে ফেলা বোমায় মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যায় তাঁদের তিনতলা ভবন। সেখানেই শেষ হয়ে যায় সব। পরে ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয় ৮ শিশুসহ ১০ স্বজনের মৃতদেহ।

ঘটনাটি শনিবার ভোরে গাজার পশ্চিমাঞ্চলের একটি শরণার্থীশিবিরে। এ খবর জানিয়ে এএফপি বলেছে, গত কয়েক দিনের মতো এই রাতেও গাজার অনেক স্থাপনায় বিমান থেকে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।



ভবনটিতে বোমায় নিহত ১০ জনের মধ্যে বাকি ২ জন নারী, তাঁরা পরস্পরের আত্মীয়। নিহত শিশুদের ৪ জন এসেছিল মামার বাসায়। তাঁদের বাবা মোহাম্মদ আলহাদিদির সঙ্গে কথা হয় এএফপির।

গাজা শহরের শিফা হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে আলহাদিদি বলেন, তাঁর চাওয়া 'ন্যায়হীন বিশ্ব' এসব অপরাধ দেখুক।

সন্তানহারা এই বাবা বলেন, 'ঘরের মধ্যে শিশুরা নিরাপদেই ছিল, তারা কোনো অস্ত্রও বহন করছিল না, তারা কোনো রকেটও ছোড়েনি। তারা ঈদের পোশাক পরে ছিল।'

শ্যালক মোহাম্মদ আবু হাত্তাবের আমন্ত্রণে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন আলহাদিদি। হামলার সময় আবু হাত্তাব ও আলহাদিদি দুজনই বাইরে ছিলেন। আবু হাত্তাবের পাঁচ মাস বয়সী ছেলেটাও প্রাণে বেঁচে গেছে।

গত সোমবার রাত থেকে গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। এর মধ্যে শুক্রবার ভোর রাতে তারা বিমানের পাশাপাশি ট্যাংক ও কামান থেকে গোলা ছোড়ে। ইসরায়েলিদের হামলায় এখন পর্যন্ত ১৪০ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনই শিশু। হামলায় আহত হয়েছেন আরও ৯৫০ জন ফিলিস্তিনি।

পূর্ব জেরুজালেমের শেখ জারাহ এলাকা থেকে কয়েকটি ফিলিস্তিনি পরিবার উচ্ছেদের হুমকিতে পড়ায় তা নিয়ে রোজার মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। চলতি মাসের শুরু থেকে এ নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন ফিলিস্তিনিরা।

এর জের ধরে পূর্ব জেরুজালেমের আলআকসা মসজিদ চত্বরে তাঁদের সঙ্গে কয়েক দফায় ইসরায়েলি পুলিশের সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে ফিলিস্তিনি বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে সেখানে অবস্থান নেয় ইসরায়েলি পুলিশ।

'আয়রন ডোম' বাঁচিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েলকে?

মিযান ডেস্কঃ ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইসরায়েলের গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে। এ সংঘাতের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা ঘটছে।আঘাতের পাল্টা জবাবে কয়েক দিন ধরে ফিলিস্তিন থেকে শত শত রকেট ছোড়া হচ্ছে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে। তবে এসব রকেটের অধিকাংশই ঠেকিয়ে দেওয়ার দাবি করছে ইসরায়েল। রকেট হামলা ঠেকানোর জন্য ইসরায়েলের হাতে আছে 'আয়রন ডোম' নামের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর দাবি, তারা আয়রন ডোমের মাধ্যমে ৯০ শতাংশ রকেট হামলা আকাশেই ঠেকিয়ে দিয়েছে। আয়রন ডোম কী, আর তা কীভাবে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, তা তুলে ধরেছে বিবিসি অনলাইন।

আয়রন ডোম বিশ্বের একটি প্রথম আয়রন ডোম মোতায়েন করে।

আয়রন ডোম ব্যবস্থার প্রধান দিক তিনটি। রাডার ব্যবস্থা, কন্ট্রোল ব্যবস্থা, মিসাইল ফায়ারিং ব্যবস্থা। এ তিন ব্যবস্থা মিলেই গড়ে ওঠে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষাব্যবস্থা।

ইসরায়েলের দিকে ধেয়ে আসা রকেটকে চিহ্নিত ও তার গতিপথ শনাক্ত (ট্র্যাক) করে রাডার ব্যবস্থা। তারপর কন্ট্রোল ব্যবস্থা ধেয়ে আসা রকেটের সম্ভাব্য 'হিট পয়েন্ট' নির্ধারণ করে। 'হিট পয়েন্ট' নির্ধারণের পর কন্ট্রোল ব্যবস্থা মিসাইল ফায়ারিং ব্যবস্থাকে নির্দেশনা দেয়। মিসাইল ফায়ারিং ব্যবস্থা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যায় আকাশে। আকাশে গিয়ে ধেয়ে আসা রকেটের কাছে ক্ষেপণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়। এতে রকেট আকাশেই ধ্বংস হয়ে যায়।

ফলে ইসরায়েল অভিমুখে ছোড়া রকেট কোনো ক্ষয়ক্ষতি সাধন করার



অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বিশেষভাবে স্বল্পপাল্লার (শর্ট রেঞ্জ) হুমকির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।

ইসরায়েলের রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেমস ও ইসরায়েল অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রিজ আয়রন ডোম তৈরি করেছে। আয়রন ডোম তৈরির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও কিছু সহায়তা পেয়েছে ইসরায়েল।

আয়রন ডোম তৈরির প্রেক্ষাপট ২০০৬ সালে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধ। ওই যুদ্ধের সময় হিজবুল্লাহ হাজারো রকেট হামলা চালায় ইসরায়েলে। হিজবুল্লাহর রকেট হামলায় ইসরায়েলের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

হিজবুল্লাহর সঙ্গে ওই যুদ্ধের পর ইসরায়েল ঘোষণা দেয়, তারা একটি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে যাচ্ছে। ২০১১ সালে ইসরায়েল আগেই তা আকাশে ধ্বংস হয়ে যায়।

আয়রন ডোম ব্যবস্থা দিন বা রাত সব সময় কাজ করতে সক্ষম। এ ছাড়া এ ব্যবস্থা যেকোনো আবহাওয়ায় কার্যকর।

সম্প্রতি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখ পাত্র লে. কর্নেল জনাথন কনরিকাস স্বীকার করেন, তাদের হাতে যদি আয়রন ডোম ব্যবস্থা না থাকত, তাহলে ইসরায়েলিদের ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি হতো। আয়রন ডোম ব্যবস্থা তাদের জীবন রক্ষায় কাজ করছে। তবে গাজা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আয়রন ডোমের দুর্বলতা বেরিয়ে আসছে। দেখা গেছে, আয়রন ডোমের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ফাঁকি দিতে পারছে রকেট। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে ফাঁকি দেওয়ার এ ঘটনাগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, আয়রন ডোমেরও সীমাবদ্ধতা আছে।

জো বাইডেনের দাওয়াতে গেলেন না মুসলিম নেতারা

মিযান ডেস্কঃ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল মুসলমানদের অধিকার সংগঠনগুলোর নেতৃস্থানীয়দের। তবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে মার্কিন সরকারের অবস্থান ও ভূমিকার প্রতিবাদ হিসেবে সংগঠনগুলো ওই অনুষ্ঠান বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আলজাজিরার খবরে জানানো হয়, বাইডেনের ভার্চ্যুয়াল ওই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা রোববার। তবে মুসলিম সংগঠনগুলো বলেছে, ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় বাইডেন প্রশাসন 'সমর্থন ও সহযোগিতা দিচ্ছে'। এই অভিযোগে সংগঠনগুলো ওই অনুষ্ঠান বর্জন করেছে।

ইসরায়েল ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিকতম এই সংঘাতে গত এক সপ্তাহে অন্তত ১৮৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে অন্তত ৫৫ জনই শিশু। এই পরিস্থিতির মধ্যেই গত শনিবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন বাইডেন। এ সময় তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, হামাসের রকেট থেকে ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারের প্রতি মার্কিন সরকারের দৃঢ় সমর্থন রয়েছে।

শনিবার এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কাউন্সিল অন আমেরিকানইসলামিক রিলেশনসের (সিএআইআর) নির্বাহী পরিচালক নিহাদ আওয়াদ বলেন, 'আমরা বাইডেন প্রশাসনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে পারছি না। কারণ, তারা আক্ষরিক অর্থেই গাজায় ইসরায়েল সরকারের বোমাবর্ষণের মাধ্যমে নির্বিচার নিরপরাধ নারীপুরুষ ও শিশু হত্যায় সমর্থন ও সহযোগিতা দিচ্ছে। এই অন্যায় রোধে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের রাজনৈতিক শক্তি ও নৈতিক কর্তৃত্ব রয়েছে। আমরা তাঁর প্রতি নিপীড়িতদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি, নিপীড়কের পাশে নয়।'

আমেরিকান মুসলিমস ফর প্যালেস্টাইন নামের আরেকটি সংগঠনও বাইডেন প্রশাসনের ঈদ উদযাপনের অনুষ্ঠান বর্জনের আহ্বান জানিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, 'ফিলিস্তিনি জনগণের জীবনের বিনিময়ে হোয়াইট হাউসকে পবিত্র ঈদ উদযাপনের বিষয়টিকে রাজনৈতিক অভিলাষ হিসেবে ব্যবহার করতে দেব না আমরা।'

এদিকে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে ইউরোপআমেরিকার বিভিন্ন শহরে বড় ধরনের বিক্ষোভ হয়েছে। যুক্তরাজ্যের লন্ডন, জার্মানির বার্লিন, ফ্রান্সের প্যারিস, যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন, নিউইয়র্কসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও বিক্ষোভ চলছে।

দলিত যুবককে জোর করে মূত্র পান কর্নাটক পুলিশের!

মিযান ডেস্কঃ ফের পুলিশের অমানবিকতার শিকার হল এক দলিত যুবক। আর সেই ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্য কর্নাটকে। কর্নাটক পুলিশের এ সাব ইন্সেপেক্টর পুলিশ হেফাজতে এক দলিত বন্দিকে মারধর করার পর তিনি পিপাসার্ত হন। সেই সময় তিনি পুলিশের কাছে জল চাইলে অন্য একজনকে তার গায়ে প্রস্রাব করে দিতে বলে। তারপর সেই প্রস্রাব ওই দলিতকে চেটে খেতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে ২২ বছর বয়সি ওই দলিত এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে পুলিশের ওই সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, এক দম্পতির মধ্যে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হওয়ায় কিরানগুন্ডা গ্রামবাসীদের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১০ মে কর্নাটকের চিক্কামাগালুর গোনিবুদু থানার পুলিশ পুনিথ কে এল নামে এক দলিত তরুণকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে পুনিথ সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, চুরির মামলা গ্রেফতার হওয়া চেতন নামে এক ভ্যক্তিকে পুলিশ তার গায়ে প্রস্রাব করার কথা বললে সে অস্বীকার করে। তখন তাকে মারধরের হুমকি দিলে সে মেঝেতে ও তাকে লক্ষ্য করে প্রস্রাব করে। সেই প্রস্রাব তাকে চেটে খেতে বাধ্য করা হয়। যদিও পুলিশ বলছে এটি মিথ্যা অভিযোগ। তবে, পুলিশের বিরুদ্ধে কোনও মৌখিক অভিযোগও না আসায় পুনিথ নিজেকে অপমানিত বোধ করেছিলেন।

MIJAN

23 May 2021

R.N.I. REGISTERED No. 30196/1991
Postal Registration No.
KOL RMS / 281 /2013-2015
Phone : 2249 0987, Fax: 2246 1482
Email: mizanweekly@gmail.com

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্টের পক্ষে সেখ নাসিম আলী কর্তৃক ২৭বি, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক এল. এস. পাবলিকেশন্স প্রা. লি., ৪, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-১৫ হইতে মুদ্রিত। **সম্পাদক : সেখ মুসিয়ার রহমান**

Publisher & Printer Sk Nasim Ali on behalf of Bangla Islami Prakashani Trust, 27B Lenin Sarani, Kol-13. Printed from LS Publications Pvt. Ltd., 4 Cannel West Road, Kol-15. **Editor: Sk Mushiar Rahaman**